জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শতবর্ষে উত্তম

আজ উত্তম কুমারের জন্মদিন। ৯৯ পেরিয়ে মহানায়ক শতবর্ষের প্রথম দিনে পা দিলেন। ২০২৬-এ শতবর্ষ। আজ সারাদিন শহরে নানা অনুষ্ঠানে উত্তমস্মরণ

সতর্কতা দক্ষিণে

বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপ। কলকাতা-সহ একাধিক এলাকায় জারি সতর্কতা। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। উত্তরে আজও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

দুর্ভোগ বাড়িয়ে এবার মেট্রোর রাতের শেষ ট্রেন বন্ধ করা হল

অর্জুন পুরস্কার ত্যাগ করে দুই প্যারা অলিম্পিয়ানের প্রতিবাদ

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১০১ ● ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ১৭ ভাদ্র ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 101 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 3 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

শিক্ষামন্ত্রীর ভাষাকটাক্ষে অসভ্যতা

সাসপেন্ড গদ্দার

প্রতিবেদন : বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ভাষাসন্ত্রাস এবং বাঙালি-বিদ্বেষ চরম আকার নিয়েছে। কোথাও হামলা, কোথাও খুন, আবার কোথাও দেশ থেকে পুশ-আউট। গোটা দেশ প্রত্যক্ষদর্শী। তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে বাংলা। আন্দোলন মহানগরীতে। সেই আন্দোলনে জমি হারানো বিজেপি ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই সেনাকে সামনে রেখে সোমবার খুলে ফেলা হয় প্রতিবাদমঞ্চ। বিজেপির এই চরম বাংলাবিরোধী রাজনীতিকে বিধানসভার ফ্লোরে ফালাফালা করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মহাভারত থেকে উদাহরণ তুলে বিজেপিকে ব্রাত্য বললেন, কংস কৃষ্ণের মামা হতে পারেন, কিন্তু বাংলা দখল কোনও মামার বাড়ি কথা নয়। শিক্ষামন্ত্রীর কথায় যেন আগুনে ঘি পড়ে। বুঝতে পারে আক্রমণটা একেবারে যথাযথ জায়গায় করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। বিরোধী দল গদ্দার অধিকারীর নেতৃত্বে নাটক শুরু করে, অসভ্য এবং অপরিষদীয় আচরণ করতে থাকে। যার পরিণতিতে অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড হন বিরোধী দলনেতা। (এরপর ১০ পাতায়)

জোর বাঁচল নগরপালের গাড়ি ■ এক শ্রেণির মিডিয়ার কুৎসা আর অপপ্রচারের জবাব দিলেন ডিসি ট্রাফিক

বেপরোয়া সেনা ট্রাকের বেআইনি টার্নে বিপত্তি

বিপজ্জনক টার্ন নেওয়ার মুহূর্তে।

ট্রাফিক পুলিশ আটকাল ট্রাক।

আটক সেনা ট্রাক।

ঘটনাস্থল। চিহ্ন স্পষ্ট বলে দিচ্ছে 'নো রাইট টার্ন'।

প্রতিবেদন : সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে সেনা ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে হতে কোনওমতে বেঁচে গেল কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার গাড়ি। রাইট টার্ন নেই। তবুও বেপরোয়াভাবে লেন ভেঙে ডানদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে বিশাল বড় সেনা ট্রাক। মঙ্গলবার সকালে মহাকরণের সামনে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল হইচই হয়। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে সেনাবাহিনীর ট্রাক আটক করে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। 'নো রাইট টার্ন' বোর্ড থাকা সত্ত্বেও ইন্ডিকেটর না দিয়ে, সিগন্যালের তোয়াক্কা না করে বেপরোয়াভাবে ডানদিকে ঘুরতে যায় ট্রাকটি। অল্পের জন্য রক্ষা পায় পিছন থেকে আসা নগরপালের গাড়ি। আইন ভাঙার জন্য সেনার ট্রাকটিকে আটক করেন ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মী। চালকের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় মোটর ভেহিক্যালস অ্যাক্টে মামলা দায়ের করা হয়। পরে অবশ্য সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনার পর ট্রাকটি ছেড়ে দেওয়া হয়। শহরে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া আর পাঁচটা সাধারণ ট্রাফিক আইনভঙ্গকারী ঘটনার মতোই একটি ঘটনা। কিন্তু এ-নিয়ে ফের কুৎসা-অপপ্রচার শুরু করেছে বিজেপি-সহ একশ্রেণির মিডিয়া। যেন ড্রাইভিংয়ের সমস্ত আইনকানুন শুধুই জনসাধারণের জন্য, সেনাবাহিনীর গাড়ির জন্য সাত খুন মাফ! এ-নিয়ে রাজনৈতিক ফুটেজখোর কুৎসাকারী বিজেপির সব অপচেষ্টা ভেস্তে দিল কলকাতা পুলিশই। সাংবাদিক (এরপর ১০ পাতায়)

মোটর ভেহিক্যালস অ্যাক্টে মামলা দায়ের

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

শিউলি

সব ফুলই তো কখনো ঝরে
শিউলি ফুলও ঝরে
অন্য ফুল ঝরে কোনো কোনোক্ষণে
শিউলি সকালে ভোরে।
শিউলি সকালে শুভ্র শিউলি
নতুনতর এক পাওনা,
শরৎ মাঝারে উৎসবের প্রাঙ্গণ
অনেক নব-আনন্দ চেতনা।

উচ্চমাধ্যমিকে সেমিস্টার শুরু সোমবার, কড়া শিক্ষা সংসদ

সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

প্রতিবেদন : এই বছর থেকে নতুন করে শুরু হচ্ছে সেমিস্টার সিস্টেমের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই চলতি বছরে পরীক্ষার আগে বেশ কিছু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। চলতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে থার্ড সেমিস্টার। চলবে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তার আগে এ-বছর কী কী কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাই নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন সংসদ-সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

সংসদ সভাপতি জানিয়েছেন, এ-বছর দুই সেটে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থাকবে। তবে চাইলেই দ্বিতীয় সেট খুলে ফেলা যাবে না। প্রথম সেটেই পরীক্ষা নিতে হবে কিন্তু যদি কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয় বা পরীক্ষা বাতিল হয় তাহলে (এরপর ১০ পাতায়)

এই অপমানের জবাব দেবে বাঙালি, ডোরিনায় ঋতব্রত

প্রতিবেদন : পাঁচ হাজার বছর ধরে বাংলার এই ভূখণ্ডে বাঙালির বাস। আর বাংলাভাষার লিখিত ইতিহাস ১২০০ বছরের। সেই ভাষাকে কি না বাংলাদেশি ভাষা বলছে স্বৈরাচারী বিজেপি! এই অপমান মানবে না বাঙালি। কড়ায়-গণ্ডায় জবাব দেবে। মঙ্গলবার ডোরিনা ক্রসিংয়ে ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ থেকে বিজেপিকে নিশানায় তথ্য তুলে ধরে আক্রমণ শানালেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার ভাষার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরে বিজেপির প্রতিটি (এরপর ১০ পাতায়)

উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার, শক্তিশালী সংগঠন, দুইয়ের উপর জোর অভিষেকের

প্রতিবেদন : মঙ্গলবারও জোড়া সাংগঠনিক বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে কলকাতায় হুগলির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা, তারপর মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। এদিন বৈঠক শেষে শ্রীরামপুর সাংগঠনিক সভাপতি অরিন্দম গুঁই বলেন, বৈঠকে বলা হয়েছে, আগামী দিনে আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মানুষের জন্য যে উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছেন সেগুলো বেশি করে আরও মানুষের কাছে জানানো হবে। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' যে কর্মসূচি আমাদের চলছে সেটাকে আরও বেশি জোর দিয়ে মানুষের সমস্যার কথা জেনে সেগুলো সমাধানের দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও বিজেপি-শাসিত (এরপর ১০ পাতায়)

মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে সুব্রত বক্সি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 September, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২৬ উত্তমকুমারের (১৯২৬-১৯৮০) জন্মদিন। বাংলা চলচ্চিত্রের এই রোম্যান্টিক নায়কের আসল নাম অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪১-এ প্রথম ছবি 'দৃষ্টিদান'। সাড়া জাগানো ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এ অভিনয় করে। তখন থেকেই বাংলা ছবিতে দর্শক টানতে শুরু করে উত্তম-সুচিত্রা জুটি। উত্তম অভিনীত শতাধিক ছবির মধ্যে কিছু হিন্দি, কিন্তু অধিকাংশই বাংলা। তাঁর পরিচালিত 'বন পলাশীর পদাবলী' দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। আজও বাঙালি মহানায়ক বলতে উত্তমকুমারকেই বোঝে।

১৬৫৮ অলিভার ক্রোমওয়েল (১৫৯৯-১৬৫৮) এদিন প্রয়াত হন। এই ইংরেজ সেনানায়ক ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধের সময় তাঁর বাহিনী নিয়ে সেদেশের পার্লামেন্ট আক্রমণ করেন ও রাজা প্রথম চার্লসকে সিংহাসনচ্যুত করে শাসনক্ষমতা দখল করেন। আমৃত্যু তিনি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডকে নিয়ে গঠিত কমনওয়েলথের লর্ড প্রটেক্টর ছিলেন। ম্যালেরিয়া ও কিডনির অসুখে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৬৬১ সালে প্রথম চার্লসের দ্বাদশ নিধন দিবসে ক্রোমওয়েলের মৃতদেহ কবর থেকে তুলে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় এবং তাঁর মুণ্ডু কেটে ওয়েস্টমিনস্টার হলে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৭৮৩ গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল প্যারিস চুক্তি। এর ফলে ব্রিটেন শেষ পর্যন্ত আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। এর আগে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরাস্ত করতে ব্রিটেন ৬০ হাজার সেনা পাঠায় আমেরিকায়। বিদ্রোহীরা পাশে পায় ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যান্ডকে।

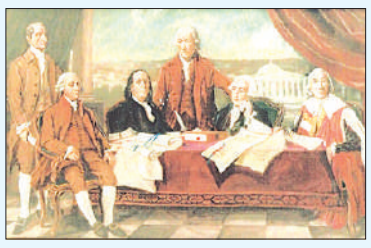

জর্জ ওয়াশিংটনের বাহিনী ইয়র্কটাউনে লর্ড কর্নওয়ালিসের সেনাদের ঘিরে ফেললে ব্রিটেন হার স্বীকারে বাধ্য হয়।

১৯৫৬ যীশু দাশগুপ্ত (১৯৫৬-২০১২) এদিন অধুনা বাংলাদেশের যশোরে জন্ম নেন। বাংলা ছোট পর্দায় ধারাবাহিক পরিচালনা করে জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁয়েছিলেন তিনি। তাঁর পরিচালিত জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালগুলির মধ্যে আছে 'বালিকা বধূ', 'চুনি-পান্না', 'কুয়াশা যখন', 'তিথির অতিথি', 'শিশিরের শব্দ' প্রভৃতি। অভিনয় করেছেন 'অভিনয় নয়' ও 'আদালত ও একটি মেয়ে' ছবিতে। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ক্যানসার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

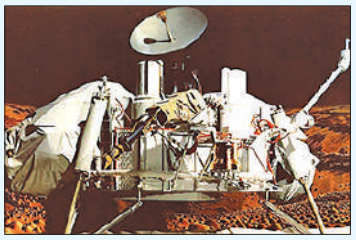

১৯৭৬ ভাইকিং ২ নামল মঙ্গল গ্রহে। এই মার্কিন মহাকাশযান এদিন থেকেই পৃথিবীতে পাঠাতে শুরু করে লাল গ্রহের ছবি। ভাইকিং ২-এর পাঠানো নমুনা থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন মঙ্গলের মাটিতে সিলিকন, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম ও টাইটেনিয়াম রয়েছে। তবে লাল গ্রহে প্রাণ আছে কি না, সে-বিষয়ে কোনও নিশ্চিত তথ্য পাঠাতে পারেনি ভাইকিং ২।

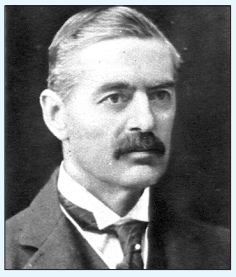

১৯৩৯ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন (১৮৬৯-১৯৪০) এদিন সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে একটি বেতার ভাষণে দেশবাসীকে জানিয়ে দেন ইংল্যান্ড নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চলেছে। পোল্যান্ড থেকে হিটলার সেনা প্রত্যাহার না করায় এই যুদ্ধ। ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। যে পোল্যান্ডকে ঘিরে এই যুদ্ধের সূচনা, সেই পোল্যান্ড কিন্তু ১৯৪৫-এ যুদ্ধের অবসানেও মুক্তির স্বাদ পায়নি। শুধু নাৎসি বাহিনীর জায়গা নিয়েছিল সোভিয়েতের লাল ফৌজ।

২০১৫ চন্দ্রবাহাদুর দাঙ্গি (১৯৩৯-২০১৫) এদিন মারা যান। তাঁর উচ্চতা ছিল এক ফুট সাড়ে নয় ইঞ্চি। তিনি বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মানুষ হিসেবে গিনেস বুকে জায়গা করে নিয়েছিলেন।

পাটির কর্মসূচি

■ ডেবরা ব্লকের বালিচকে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ করের উদ্যোগ প্রতিবাদ মিছিল।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮৩

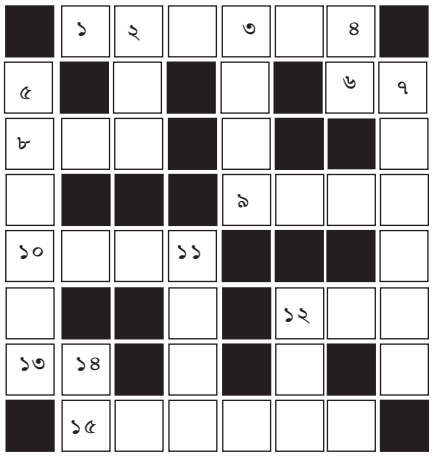

পাশাপাশি : ১. উত্তম সুচিত্রার সঙ্গে 'ঘুম ঘুম চাঁদ' গানের সুপার হিট ছায়াছবি ৬. খনি ৮. মোদের —, মোদের আশা ৯. পর্বতভেদী ১০. নিস্তব্ধ ও ভীতিজনক ১২. পলায়ন ১৩. বিশাল, বৃহৎ ১৫. প্রকৃত তথ্য তত্ত্ব বা সত্য নির্ধারণ।

উপর-নিচ : ২. বিজলিবাতির কাচের আধার ৩. উপহার, পারিতোষিক ৪. সারি ৫. জাতবিচারহীন পুণ্যভূমি ৭. দাঁত তুলে ফেলা ১১. হোসেন ফুটবলার ১২. ঘুরপাক, ভ্রমণ ১৪. উত্তমচিত্র : — বাড়ালেই বন্ধু।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮২ : পাশাপাশি : ২. কনসেশন ৫. নরবর ৬. পালন ৭. মহাবিল ৯. আশপাশ ১২. মগজ ১৩. কাকভেজা ১৪. গরকবুল। **উপর-নিচ :** ১. ঘনশ্যাম ২. করপাল ৩. সেহানবিশ ৪. নকল ৮. বিত্তমন্ত্রক ৯. আজকাল ১০.শরজাল ১১. ভূভাগ।

৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৪৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৫০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২২৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২২৯৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৪১	৮৭.৬৪
ইউরো	১০৪.৬১	১০২.৪৪
পাউন্ড	১২০.২১	১১৭.৬৮

নজরকাড়া ইনস্টা

■ পাওলি দাম

■ ঋতাভরী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

3 September, 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুধবার

মুচিপাড়ায় গোলাগুলির অভিযোগ উঠেছিল শনিবার। সোমবার রাতে বাবুঘাটে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে গিয়ে বমাল ধরা পড়ল অভিযুক্ত আয়ুষ কুমার ঝা এবং পীযূষ গুপ্ত। একটি দেশি পিস্তল ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ১৯,৪৭১ পড়ুয়াকে ঋণ

প্রতিবেদন : রাজ্যের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১৯ হাজার ৪৭১ জন ছাত্রছাত্রী ঋণের সুবিধা পেয়েছেন। মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এই তথ্য জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্যে এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যা কত এবং আলিপুরদুয়ার জেলা ও কুমারগ্রাম ব্লকে কতজন ঋণ পেয়েছেন? এই প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, আলিপুরদুয়ার জেলায় এ পর্যন্ত ২৭০ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রকল্পের আওতায় ঋণ নিয়েছেন। এর মধ্যে কুমারগ্রাম ব্লকের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২১ জন। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, উচ্চশিক্ষার জন্য যাতে অর্থাভাবে কোনও মেধাবী ছাত্রছাত্রী পিছিয়ে না পড়েন, সেই লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প চালু হয়েছে। তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নেওয়া যায়, যা কম সুদে দীর্ঘমেয়াদে শোধ করার সুযোগ রয়েছে।

ভাষাসন্ত্রাস : প্রতিবাদে প্রস্তাব পেশ বিধানসভায়

বাংলা ও বাঙালির হেনস্থা বিজেপির ঘৃণার রাজনীতি

প্রতিবেদন : বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষের উপর হেনস্থার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ হল বিধানসভায়। সোমবার আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু অভিযোগ করেন, বাংলা ভাষা ও বাঙালির প্রতি বিজেপি-শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে। বাংলা বললেই নিগৃহীত হচ্ছে বাঙালি। আবার অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে ১২ লক্ষ মানুষ আটক রয়েছেন, যার মধ্যে ৭ লক্ষ বাঙালি। তিনি আরও বলেন, বাংলা ও বাঙালির উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ

খুলে দেওয়ার ঘটনা ১৯৭১ সালের ঢাকার হত্যালীলার কথা মনে করিয়ে দেয়। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, বাংলা বললেই আমরা বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা? আমরা ভারতীয় বাঙালি। বিজেপি ঘৃণার রাজনীতি করছে। ডবল ইঞ্জিন সরকার বাঙালির ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, দেশ জুড়ে বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, যা মানুষের সংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করছে। রাজনীতি ও প্রতিহিংসার কারণে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলো পরিকল্পিতভাবে এই নিপীড়ন চালাচ্ছে। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, দেশ জুড়ে বাংলাভাষীদের ওপর আক্রমণ এবং হেনস্থা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। বিজেপি-শাসিত সরকারগুলি পরিকল্পিতভাবে এই নিপীড়ন চালাচ্ছে, যা মানুষের সংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করছে।

শতবর্ষপ্রাচীন বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য রক্ষা, উদ্যোগী রাজ্য

প্রতিবেদন : রাজ্যের শতবর্ষপ্রাচীন বিদ্যালয়গুলিকে চিহ্নিত করে তাঁদের ঐতিহ্যরক্ষায় বিশেষ পরিকল্পনা নিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সুকান্ত পালের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, এই সব প্রতিষ্ঠান বাংলার শিক্ষার ইতিহাস ও বিবর্তনের সাক্ষী, তাই এগুলির সংরক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরিকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়নে ইতিমধ্যেই আর্থিক সহায়তা দেওয়া শুরু হয়েছে। চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৩,২০৫টিরও বেশি শতাব্দীপ্রাচীন বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে ৬৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বেশি অনুদান। এই স্কুলগুলির অধিকাংশই সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত। ফলে প্রকৃত সংখ্যা নিরুপণে কিছুটা জটিলতা তৈরি হয়েছে। ব্রাত্য আরও জানান, প্রতিটি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে (ডিআই) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই ধরনের স্কুলগুলিকে চিহ্নিত করে তথ্য সংগ্রহের। সেই সব তথ্য বাংলার শিক্ষা পোর্টালে আপলোড করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষও রাজ্যের শতবর্ষপ্রাচীন বিদ্যালয়গুলির ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

রিপোর্ট জমা

প্রতিবেদন : ভুয়ো তফসিলি শংসাপত্র নিয়ে ডাক্তারিতে ভর্তির অভিযোগ উঠেছিল ৪৫ জনের বিরুদ্ধে। তারপরই রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা এ-সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করেছিলেন রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজগুলির কাছে। এবার সেই ৪৫ অভিযুক্তের তালিকা স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার হাতে তুলে দিলেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষরা। দেখা যাচ্ছে, কলকাতার এনআরএস, মেডিক্যাল কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল, এসএসকেএম-এও ভুয়ো সার্টিফিকেট দেখিয়ে ভর্তি হয়েছে বেশ কয়েকজন।

পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে বাজছে মাইক, দূষণ রোধে সতর্কতার ডাক

প্রতিবেদন : পরীক্ষা চলাকালীন স্কুল বা পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে মাইক বাজানো নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিশেষ অধিবেশনে তিনি জানান, একাধিক অভিযোগ তাঁর কাছেও এসেছে যে, মাইক ব্যবহারের ফলে পরীক্ষার্থীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অধ্যক্ষের মতে, এই বিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও এদিন গুরুত্ব দেন এই বিষয়টিতে। তিনি বলেন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ কাজে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বিধায়কদের উদ্দেশ্যেও সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি। তিনি জানান, সংবিধানে পরিবেশ আলাদা কোনও তালিকাভুক্ত বিষয় নয়। অর্থাৎ এটি না কেন্দ্রের এক্তিয়ারে, না রাজ্যের। তবুও দফতর এ নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। পরিবেশ সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকলে নাগরিকরা সরাসরি জানাতে পারেন দফতরের টোল ফ্রি নম্বরে। সেই নম্বর হল ১৮০০৩৪৫৩৩৯০। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আরও জানান, বছরে মাত্র কয়েকটি বিশেষ উৎসবে সীমিত সময়ের জন্য মাইক ও আতশবাজি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। দীপাবলিতে রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত, ছটপুজোয় সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সকাল ৮টা পর্যন্ত এবং বড়দিনে রাত ১১টা ৫৫ থেকে ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এই ছাড় প্রযোজ্য। এই সময়সীমার বাইরে নিয়মভঙ্গ হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে সতর্ক করেন মন্ত্রী।

■ **মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে মধ্যমগ্রামে ৫০ লক্ষ টাকার বডি ক্যামেরা ও গাড়ির চালকের অ্যালকোহল অ্যানালাইজার-সহ সিসিটিভি লাগানো হল রাস্তায়। সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সাংসদ তহবিলের টাকায় এই কাজের উদ্বোধন হল। ছিলেন সাংসদ স্বয়ং, পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ প্রমুখ।**

রেল মানেই বিভীষিকা, বন্ধ হচ্ছে ব্লু লাইনের শেষ মেট্রো

প্রতিবেদন : মেট্রোর যাত্রা দিন দিন শহরের মানুষের কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই ভোগান্তিতে নতুন সংযোজন রাতের শেষ মেট্রো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত। নতুন দুই রুটকে মেট্রোর দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ ব্লু লাইনের সঙ্গে যুক্ত করার পর থেকে কোনওভাবেই মেট্রো কর্তৃপক্ষ সময় ও পরিষেবার মধ্যে তালমিল রাখতে পারছে না। এই সিদ্ধান্ত তার আরও একটি প্রতিফলন।

কলকাতা মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ব্লু লাইনে শেষ মেট্রো আর চালানো হবে না। শহিদ ক্ষুদিরাম ও দমদম দু'টি স্টেশন থেকে শেষ মেট্রোর সময় ছিল রাত ১০.৪০ মিনিটে। সেই মেট্রো আপাতত আর চালাবে না কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তবে এই প্রথমবার নয়। এর আগেও একাধিকবার এই শেষ মেট্রো বন্ধ করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। আদৌ যাত্রী দুর্ভোগ কমবে কি না, তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা তারা দিতে পারেনি। দিনের ব্যস্ত সময়ে, অফিস টাইমে নিয়মিত মেট্রোর পরিষেবা ও তাতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ আদৌ কবে সম্ভব হবে, তা নিয়ে নিরুত্তর মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

■ **মঙ্গলবার বিকেলে ১০২ নং ওয়ার্ড তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল। রয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলর সীমা ঘোষ, গৌতম ঘোষ, অলোক দেব, চম্পক সাহা।**

জন্মশতবর্ষের সূচনায় আজ শহরজুড়ে মহানায়ক স্মরণ

অংশুমান চক্রবর্তী

মহানায়ক উত্তম কুমার। বাঙালির ম্যাটিনি আইডল। তাঁকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম সেরা তারকা মনে করা হয়। ছিলেন দারুণ রোমান্টিক। ভুবনভোলানো হাসি ছড়িয়ে জয় করেছেন অগণিত অনুরাগীর মন। বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি অন্যধারার ছবিতেও অভিনয় করেছেন সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক'। পেয়েছেন সেরা অভিনেতার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। কিংবদন্তি এই অভিনেতার জন্ম ১৯২৬-এর ৩ সেপ্টেম্বর। কলকাতায়।

আজ সূচনা হচ্ছে তাঁর জন্মশতবর্ষের। এই উপলক্ষে শহরে আয়োজিত হচ্ছে বেশকিছু অনুষ্ঠান। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় রবীন্দ্রসদনে মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সূচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। গানে গানে শ্রদ্ধা জানাবেন শিবাজি চট্টোপাধ্যায়,

অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, শ্রীকান্ত আচার্য, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়তী চক্রবর্তী, সৈকত মিত্র, গৌতম ঘোষ, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচি, অরিত্র দাশগুপ্ত, সুজয় ভৌমিক, ঐতিহ্য রায়, তৃষা পাড়ুই, ময়ূরী দে, ইন্দ্রনীল দত্ত, অনিত দাস, দেবশ্রী তরফদার, জয় ভট্টাচার্য, গার্গী ঘোষ, বিভবেন্দু ভট্টাচার্য, তুসিমা ভট্টাচার্য, অলিভা চক্রবর্তী, বাবুল সুপ্রিয় এবং ইন্দ্রনীল সেন।

নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামে কলকাতা কথকতা ও নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামের উদ্যোগে দুপুর তিনটেয় উদ্বোধন হবে 'শুধুই উত্তম' শীর্ষক প্রদর্শনীর। কলকাতার বিশিষ্ট সংগ্রাহকরা উপস্থিত থাকবেন উত্তম কুমারের উপর নিবেদিত এক অনুপম ভাণ্ডার নিয়ে। জানিয়েছেন কলকাতা কথকতার সভাপতি চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ও সম্পাদক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এই প্রদর্শনী চলবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর তিনটে থেকে রাত আটটা।

শিল্পী সংসদের উদ্যোগে সকালে টালিগঞ্জে মহানায়ক উত্তম কুমারের মূর্তিতে মাল্যদান করা হবে। বিকেলে মহাজাতি সদনে কথায়-গানে শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হবে মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রতি। উপস্থিত থাকবেন চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত জগতের বিশিষ্টজনেরা। জানালেন সংস্থার সম্পাদক সাধন বাগচি। সবমিলিয়ে সারাদিন শহর মেতে থাকবে উত্তম-চর্চায়।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 September, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

হিসেব

বিজেপির রাজনীতি যে কতখানি সস্তার রাজনীতি তা বারবার প্রমাণিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভার ফ্লোরে তা আর একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনই ডাকা হয়েছে ভাষাসন্ত্রাস, বাঙালি-বিদ্বেষ এবং এসআইআর নিয়ে। সে নিয়েই বক্তব্য রাখছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। বিজেপির রাজ্যে রাজ্যে বাংলাভাষী এবং বাঙালিদের উপর আক্রমণ নিয়ে ব্রাত্য বলেন, পরিকল্পনা করে এই ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। পাশাপাশি সোমবার মেয়ো রোডের ন্যক্কারজনক ঘটনাটিও উত্থাপন করেন। ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদমঞ্চকে যেভাবে সেনা নামিয়ে বিজেপি পিছনের দরজা দিয়ে খুলিয়েছে তা আসলে হেরে যাওয়া রাজনীতিকদের ব্যাকডোর পলিটিক্স। এ প্রসঙ্গেই ব্রাত্য বলেছেন, মেয়ো রোডের ঘটনার সঙ্গে তিনি আর একটি ঘটনার মিল পাচ্ছেন। সেটা হল ১৯৭১ সালে বাংলাভাষীদের উপর পাকিস্তানের নির্মম অত্যাচার। বিজেপির এই রাজনীতির হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়ায় হট্টগোল করা ছাড়া অন্য কোনও পথ থাকতে পারে না। তার কারণ, যত ব্রাত্য বলবেন ততই বিজেপির অন্তঃসারশূন্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য কোনওরকম রেয়াত না করে পরে আর একবার বলেছেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সমালোচনা করেছি। বেশ করেছি। আবারও করব। তারপরেই ব্রাত্য বলেছেন, ভারতীয় সেনা জিন্দাবাদ। বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের সর্বাত্মক লড়াই চলছে, চলবে। হিসেব বুঝিয়ে দেবে বাংলার মানুষ ছাব্বিশের ভোটে।

e-mail থেকে চিঠি

ওদের হাতেই বিপন্ন হিন্দুত্ব

গেরুয়া পার্টি প্রায়ই জনমানসে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য বলে, হিন্দু খতরে মে। যেটা বলে না, সেটা হল, এর জন্য দায়ী ওরাই। ভাঙন, ধস, বন্যা, মৃত্যু, নদীস্রোত এবং ধ্বংসের মাত্রা চরম পর্যায়ে। তার মধ্যেই ফের প্রবল বর্ষার পূর্বাভাস। তার জেরে চারধাম যাত্রা আপাতত স্থগিত। পরিস্থিতি পুনরায় খতিয়ে দেখার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে, কবে নাগাদ যাত্রা শুরু করা যেতে পারে! আপাতত অনির্দিষ্টকাল বন্ধই থাকবে চারধাম এবং হেমকুণ্ড সাহিব যাত্রা। প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলার জন্য কেন্দ্র-রাজ্যের বিজেপি সরকারই দায়ী । একথা আমরা বলছি না। বলছেন পুরোহিত মঞ্চ, পান্ডা সংগঠন, ব্যবসায়ীদের মহাপঞ্চায়েত। অবিলম্বে সব রকম অতি উন্নয়নের কাজ বন্ধের দাবি করা হয়েছে। পুরোহিত মঞ্চ, পান্ডা সংগঠনের সাফ অভিযোগ, সংস্কার এবং পুনর্গঠনের নামে দেবভূমির মাহাত্ম্য ধ্বংস করা হচ্ছে। কেদারনাথ থেকে বদ্রীনাথ, মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে ধর্মীয় ও পৌরাণিক স্থানও ভেঙে ফেলা হচ্ছে। কখনও বাঁধ, কখনও হাইওয়ে, কখনও পরিকাঠামো নির্মাণের প্ল্যান নেওয়া হয়েছে বিগত বছরগুলিতে। আর সেই কারণেই প্রকৃতি ও দেবতা ক্ষুব্ধ। শুরু হয়েছে প্রতিশোধ নেওয়া। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই সতর্ক করেছে উত্তরাখণ্ড সরকারকে— ঝুঁকি নিয়ে চারধাম যাত্রা যেন সচল রাখা না হয়। আগে সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে যাত্রাপথ, তারপর শুরু হবে। উত্তরাখণ্ড সরকারের পক্ষ থেকেও তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের বলা হয়েছে, যে যেখানে আটকে পড়েছেন, সেখানেই থাকুন। আর অগ্রসর হবেন না। কারণ, দেবভূমিতে আগামী কয়েকদিন পুনরায় প্রবল বর্ষা হবে। এবং ফের বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কায় বিনিদ্র থাকছে সরকার। এই পরিস্থিতিতেই দেখা দিয়েছে নতুন আশঙ্কা, উত্তরাখণ্ডের দেবভূমি কি ক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত ধর্মস্থানে পরিণত হবে না তো? হরিদ্বার রোডের ভগবান আশ্রমে বৈঠক করেছে পান্ডা সংগঠন, পুরোহিত মণ্ডল মহাপঞ্চায়েত। তারা সরকারকে হুমকি দিয়ে বলেছে, 'বদ্রীনাথ ধামের মধ্যে নিছক মন্দির নয় এমন অনেক টিলা, পাহাড়, ক্ষুদ্র মন্দির রয়েছে, যেগুলির সঙ্গে পৌরাণিক ও ধর্মীয় মাহাত্ম্য শয়ে শয়ে বছর ধরে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অথচ সংস্কারের নামে এগুলি হয় ভেঙে ফেলা হচ্ছে, নয়তো রূপবদলের চেষ্টা করা হচ্ছে।' কেদারনাথ ধাম, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশীর পুরোহিত ও পান্ডাদের বক্তব্য, ২০১৩'র সেই মেঘভাঙা বৃষ্টি থেকে অভিশাপ শুরু হয়েছিল। কারণ, দেবভূমিকে যিনি সব বিপদ থেকে রক্ষা করেন, সেই ধারীমাতার মন্দিরকে বাঁধ নির্মাণের জন্য সরিয়ে দেওয়া হয়। আর তারপরই নেমে আসে ওই ভয়াল দুর্ঘটনা।

— **মন ভৌমিক, বোস পাড়া লেন, বাগবাজার, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

নাহ্!

২০২৬-এও হবে না

যত দিন এগোচ্ছে ততই বিজেপি নেতাদের বাংলা জয়ের প্রত্যয় 'আমতা-আমতা'য় পরিণত হচ্ছে। আর বিজেপি যত ব্যাকফুটে যাচ্ছে ঠিক ততটাই ফ্রন্টফুটে এসে একের পর এক ছক্কা হাঁকাচ্ছে ঘাসফুল। লিখছেন পার্থসারথি গুহ

বিজেপি নাকি বাংলা দখল করবে। এই গপ্পো শুনে কার্যত ঘোড়ার মুখেও হাসি ফুটেছে। হাসির চোটে এমন চিঁহিঁইইই করে উঠেছে যে ধর্মের ষাঁড়, বকতপস্বী বিজেপি নেতারা বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছে। কার্যত ঘোড়-পুলিশের ডান্ডা খেয়ে ঠান্ডা হওয়ার জিগির তাদের। এমতাবস্থায় বিজেপির যখন এমন তথৈবচ বেহাল দশা তখন অপরদিকে দিব্যি নিশ্চিন্তে ফার্স্ট বয়ের মতো পড়াশোনা করে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর নির্দেশে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রর মতো সিলেবাস রিভিশন চলছে তৃণমূলের।

এর ফলে ইতিমধ্যেই ভোটযুদ্ধে প্রাথমিক বাজিমাত করে বসে আছে তৃণমূল। সেজন্যই নিয়ম করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে চলেছেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পঞ্চাশ পেরবে না বিজেপি। যদিও এর মধ্যেও খানিকটা বিনয় দেখছে রাজনৈতিক মহল। কারণ,বিজেপির হাঁড়ির খবর রাখা ওয়াকিবহাল মহলের মতে কেন্দ্র এবং রাজ্যে সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পদ্মশিবির ছত্রভঙ্গ। এমতাবস্থায়, রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল হয়ে উঠতে ন্যূনতম যে ৩০টি আসন প্রয়োজন তার ধারকাছ দিয়েও যাবে না বিজেপি। অতএব অশ্বত্থামা হত ইতি গজ পর্ব সম্পন্নই আছে। শুধুমাত্র সিলমোহর পড়ার অপেক্ষা।

রাজ্যে বিজেপি এমনিতেই বহুধা শিবিরে বিভক্ত। প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তনতর সভাপতি, নব্য সভাপতি, ফুটো কলস বিরোধী দলনেতা-সহ কত যে গোষ্ঠী তার ইয়ত্তা নেই। সেই বিরোধী নেতা আবার মানসিক বিকারে ভুগছেন। আর ক্ষমতায় আসার ভাটের প্রলাপ বকছেন। প্রতিপক্ষ যদি এতটাই দুর্বল এবং বাঙালি-বিরোধী হয় তাহলে মাঠ তো খেলার আগেই ফাঁকা হয়ে যায়।

তবে এটাও ঠিক বিরোধীরা আহাম্মক এবং দুর্বল বলে তৃণমূল কিন্তু মোটেই আত্মতুষ্ট নয়। বরং নিজেদের যাবতীয় দুর্বলতা দূরীকরণের মাধ্যমে নিজেদের সেরাটা দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত। যত দিন এগোচ্ছে ততই বিজেপি নেতাদের বাংলা জয়ের প্রত্যয় 'আমতা-আমতায়' পরিণত হয়েছে। আর বিজেপি যতটা ব্যাকফুটে ঠিক ততটাই ফ্রন্টফুটে এসে একের পর এক ছক্কা হাঁকাচ্ছে ঘাসফুল।

বিধানসভা নির্বাচন খাতায়-কলমে আর মাস সাতেক বাকি। মাঝে উৎসব মরশুম ধরলে ব্যবধানটা আরও কমে মাস পাঁচেকে চলে আসবে। তারওপর প্রস্তুতি পর্ব আছে। সেদিক থেকে পুজো, কালীপুজো মিটলেই কার্যত ভোটের দামামা বেজে যাবে। যদিও দিল্লির বিজেপি সরকার এমন দাবি করছে যেন এবার

তাঁরা বাংলা দখল করে বসে আছে। আকাশকুসুম চিন্তায় ভর করে অনেক মিডিয়াও তাতে সুর মেলাচ্ছে। ভাবখানা এমন যেন দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারা রাস্তায় টিয়াপাখি নিয়ে বসেছে। বলাবাহুল্য, শেখানো-পড়ানো সেই টিয়াও গৈরিক গোয়েবলসদের সুরে বলছে, অব লেঙ্গে বঙ্গাল। দিল্লির দানবদের দেব সাজার নাটকে হাসছেন অন্তর্যামী। আর ফিরে তাকাচ্ছেন ২০২১ বিধানসভা ভোটের দিকে। প্রসঙ্গত, গল্পের গরু সেবারও গাছে তুলেছিল বিজেপি। অমিত শাহ তো এককাঠি এগিয়ে দাবি করেছিলেন, ইসবার দোশো পার। বস্তুত, সেই দুশো পার ব্যুমেরাং হয়ে বিজেপিকে কেমন পগারপার করেছিল সেই স্মৃতি এখনও অমলিন। তারপর বেশ কিছুদিনের বিরতি। ক্রিকেটে যেমন লাঞ্চ, টি-ব্রেক সহ প্রতি ঘন্টায় জলপান বিরতি লেগে থাকে মরশুমি রাজনৈতিক দল বিজেপিরও একইরকম অবস্থা বাংলায়। রাজ্যের এতগুলো বুথ। বিজেপি অন্ততপক্ষে আশি শতাংশ বুথে এজেন্ট বসানোর ক্ষমতাও রাখে না। এই ক্ষমতা কিন্তু বলপূর্বক করা সম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট মানুষের সহায়তা থাকলে রাজ্যের প্রতিটি বুথেই কোনও রাজনৈতিক দল নিজেদের এজেন্ট বসাতে পারে। সিপিএমের প্রবল অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে বুথে বুথে এজেন্ট বসাতে সক্ষম হয়েছে। গড়ে তুলেছিল দক্ষ সংগঠন। সিপিএমের গুন্ডাবাহিনীর অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন তাঁরা, মাথা ফেটে রক্তের বন্যা বয়ে গিয়েছে। তাও কিন্তু নিজেদের সংগঠন ক্রমশ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যব্যাপী যে নিচ্ছিদ্র, নিরবচ্ছিন্ন সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, রূপান্তরিত হয়েছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসে তার বুনোট রচিত হয়েছে কিন্তু হামার্দ সিপিএমের বিরুদ্ধে পালটা লড়ার মতো শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলে। অগণিত তৃণমূল কর্মীর বলিদান ও রক্তঘামে ভেজা সেই সংগঠনের চারাগাছ আজ মহীরূহে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির যা কিছু সবটাই, মুখে মারিতং জগতং। কার্যে অশ্বডিম্ব। ওই যে বললাম, রাজ্যের অধিকাংশ বুথে যাঁরা কর্মী বসাবার ক্ষমতা রাখেন না, তাঁরা কী করে বাংলা জয় করবে! সেটাই লাখ টাকায় প্রশ্ন। যদিও তাতে থোড়ি কর্ণপাত করছে বিজেপি এবং তাদের স্যাঙাতরা। অলীক, অবাস্তব বাংলা জয়ের স্বপ্নে বিভোর তারা। এবার কেউ যদি গঞ্জিকা সেবন করে রূপকথার ব্যাঙ্গমাবেঙ্গমির গল্প ফেঁদে বসে তাহলে কীইবা বলার আছে। মাঠে-ময়দানে না থেকেও ফেসবুক তথা সোশ্যাল মিডিয়ায় খাপ পঞ্চায়েত বসিয়ে বিজেপি আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখছে। যথারীতি গোদি মিডিয়া বা পক্ষান্তরে মোদি মিডিয়া অলীক চিত্রনাট্য রচনায় কিছু স্বপন কুমারের আজগুবি গল্পের জোগান দিচ্ছে। যাতে ভর করে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পাওয়ার ভান করছেন বিজেপির এ রাজ্যের সেই নেতারা যাঁদের মাটির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে প্রতিনিয়ত অপমান করে চলেছে যে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার তাদের তল্পিবাহক হয়ে এ রাজ্যের ভোটারদের ভবি ভোলাতে চাইছে। পুরো বিষয়টাই বড্ড বেশি ফাঁপা এবং দুর্বল চিত্রনাট্য প্রসূত। বাঙালির হৃদয় ও মনের নাগাল না পেয়ে শুধুমাত্র টাকার জোরে বাংলা দখলের এই স্বপ্ন যারা দেখছে তাদের চোখে নির্ঘাত ভালমতো ছানি পড়েছে। কারণ, বাঙালি আর যাই হোক কোনও দিন টাকার কাছে নিজেকে বিক্রি করেনি। হ্যাঁ, হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান হয় না, তেমনই গুটিকয়েক বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, দালাল এ-যুগেও আছে। গদ্দার অধিকারী, ন্যাড়া নাড়ু, অচল ঘোষের মতো কতগুলো অবাচীন বাঙালি বিদ্বেষী প্রভুদের বুট চেটে চলেছে। যদিও তাদের নিজেদের এলাকার মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে তারা। কুকুরও নিজের এলাকায় শের হয়।

কিন্তু এই নরপিশাচগুলো গলিগালা খুঁজে কার্যত ইঁদুরের গর্তে সেঁধিয়ে গিয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

3 September, 2025 • Wednesday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুধবার

ডোরিনা ক্রসিংয়ে ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে ধরনা

আইন ভাঙায় জিরো টলারেন্স, আটক সেনার গাড়ি

প্রতিবেদন : নিতান্তই ট্রাফিক আইন ভাঙার ঘটনা। ডানদিকে টার্ন নিষিদ্ধ হলেও লেন লঙ্ঘন করে ডানদিকে মোড় নেওয়ার চেষ্টা। সে-কারণেই মঙ্গলবার সকালে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে সেনাবাহিনীর একটি ট্রাক আটকালেন কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্ট। হেয়ার স্ট্রিট থানায় মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্টে মামলা রুজু হয় চালকের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই ঘটনাতেও রাজনৈতিক রং লাগিয়ে ফুটেজ খেতে নেমে পড়েছে বিজেপি। সঙ্গে দোসর একশ্রেণির মিডিয়া। সেনাবাহিনীর গাড়ি বলে যেন ট্রাফিক আইন ভাঙতে পারে না! ঘটনার পরই ঘটনাস্থলের সিসি ফুটেজ প্রকাশ করে কলকাতা পুলিশ। সেখানে সেনা-ট্রাকের বেপরোয়া চলাচল স্পষ্ট। তারপর সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন ডিসি (ট্রাফিক) শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও।

তিনি বলেন, এটা একটা লেন-লঙ্ঘন, গাফিলতি এবং বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর কেস। হেয়ার স্ট্রিট থানা প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু এখানে

জানালেন ডিসি ট্রাফিক

পুলিশ বনাম সেনার কোনও ব্যাপার নেই। এরকম ট্রাফিক আইন ভাঙার ঘটনা প্রতিদিন আমাদের শহরে বহু ঘটে। এটা সেরকমই একটা ঘটনা। সাধারণ মানুষের গাড়ি হলেও একইভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হত। রাস্তায় ট্রাফিক আইন ভাঙার ক্ষেত্রে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে। তাই এই ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগাবেন না।

সাংবাদিক বৈঠকে ঘটনাস্থলের ভিডিও দেখিয়ে ডিসি (ট্রাফিক) আরও বলেন, সেনাবাহিনীর গাড়িটি ফোর্ট উইলিয়াম থেকে পাসপোর্ট অফিসের দিকে যাচ্ছিল। যদিও পাসপোর্ট অফিসে পৌঁছতে ওই নির্দিষ্ট রাস্তা ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল না। যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে স্পষ্টভাবে 'নো রাইট টার্ন' বোর্ড রয়েছে। ওই রাস্তায় প্রত্যেকটি সিগন্যাল থেকে সোজা যেতে হয়। তা সত্ত্বেও ডানদিকে টার্ন নিতে গিয়ে স্পষ্টতই আইন ভেঙেছে ট্রাকটি। আইন ভাঙলে সাধারণভাবে গাড়ির নম্বরেই কেস দায়ের করা হয়। কিন্তু সেনার গাড়ি বলে গোপনীয়তার স্বার্থে চালকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে।

স্কোয়াল ফ্রন্ট-নিম্নচাপের জোড়াফলায় দুর্যোগ বঙ্গে

প্রতিবেদন : বঙ্গোপসাগরে নতুন করে তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ। তার আগে সোমবার রাতে দফায় দফায় ভিজেছে দক্ষিণবঙ্গ। বাজের আওয়াজে কাঁটা শহরবাসী। মঙ্গলবার দুপুর গড়াতেই গোটা দক্ষিণের সমস্ত জেলায় শুরু হয়েছে বৃষ্টি। কলকাতা-সহ একাধিক এলাকায় জারি হয়েছে সতর্কতা। এই অবস্থায় বুধবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার রাতের আকাশে তৈরি হওয়া ওই স্কোয়াল ফ্রন্ট আসলে এমন এক শক্তিশালী পরিস্থিতি যা কিউমুলোনিম্বাস মেঘ তৈরি করে। এর ফলে তুমুল বৃষ্টি হয়। এই শক্তিশালী পরিস্থিতির কারণে মুহুর্মুহু বাজ পড়ে। এই পরিস্থিতির কারণে দক্ষিণবঙ্গে মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ায়। দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই আবহাওয়া থাকবে। উত্তরের জেলায় বুধবারও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে বুধবারের পর বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।

চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখে ভাব সমাধিস্থ হন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব

জয়িতা মৌলিক ও অনুরাধা রায়

জগৎকে জানার এক অসীম আগ্রহ ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের। তাই প্রায়ই তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের কাছে শিশুর মতো আবদার করতেন এখানে-ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শুধু ধর্মীয় স্থানই নয়, আগ্রহ নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘুরে দেখেছেন বাদুড়বাগানের বিদ্যাসাগরের বাড়ি, মেছুয়াবাজার পল্লি, কোম্পানি বাগান, স্টার থিয়েটার, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, রাধাবাজারের বেঙ্গল ফটোগ্রাফের স্টুডিও, লাটসাহেবের বাড়ি, ফোর্ট উইলিয়াম, জগন্নাথঘাট, কয়লাঘাট থেকে গড়ের মাঠ। এইভাবেই একদিন চিড়িয়াখানা যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ঠাকুর। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক, অনুবাদক, শিবনাথ শাস্ত্রী দক্ষিণেশ্বরে গেলে তাঁর সঙ্গেই চিড়িয়াখানা যাওয়ার আবদার করেন। সেখানে গিয়ে তিনি সিংহ দেখতে চান বলে জানিয়েছিলেন। "সিংহ জগজ্জননী দেবী দুর্গার বাহন"... বলতে বলতে ভাবসাগরে ডুবে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু সেদিন শিবনাথ শাস্ত্রীর অন্য কাজ থাকায় জানালেন, তিনি নিজে ঠাকুরকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে পারবেন না। আবার ঠাকুরের কথা এড়ানোর ক্ষমতাও তাঁর নেই। তাই সাত-পাঁচ ভেবে ঠাকুরকে তুলে নিয়েছিলেন নিজের গাড়িতে। সাদা ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ওঠেন শিবনাথ শাস্ত্রীর

সার্ধশতবর্ষে ফিরে দেখা ইতিহাস

গাড়িতে। মা দুর্গার বাহনকে স্বচক্ষে দেখবেন, এই আনন্দে বিভোর ঠাকুরের মুখে ফুটে উঠেছিল অনাবিল এক বালখিল্য হাসি। সে দিনটি ছিল ১৮২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪ তারিখ। দক্ষিণেশ্বর থেকে সুকিয়া স্ট্রিট পর্যন্ত তিনি পরমহংসকে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে অতিপ্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথের উপরই দায়িত্ব দেন সিংহ দেখানোর। স্বামী বিবেকানন্দ সেই সময় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামী শিষ্য সংবাদ' থেকে জানা যায় যে স্বামী বিবেকানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা ও স্বামী যোগানন্দকে সঙ্গে নিয়ে চিড়িয়াখানা যান পরমহংসদেব। সেই সময়কার সুপারিন্টেন্ডেন্ট রামব্রহ্ম সান্যাল রায়বাহাদুর তাঁদের অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে যান। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সেখানে ছিলেন তাঁরা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃততে রামকৃষ্ণের চিড়িয়াখানা দর্শনের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে লেখা— শিষ্য মণিলাল মল্লিককে তিনি বলেছেন, "চিড়িয়াখানা দেখাতে লয়ে ছিল। সিংহ দর্শন করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম! ঈশ্বরীয় বাহন দেখে ঈশ্বরীর উদ্দীপন হলো—তখন আর অন্য জানোয়ার কে দেখে! সিংহ দেখেই ফিরে এলাম।'' তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। দেড়শো বছরের এই চিড়িয়াখানায় অনেক নতুন নতুন সদস্য এসেছে। সিংহের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। কিন্তু এখনও দর্শকদের আকর্ষণ সিংহের এই খাঁচা। যেখানে বর্ণনা রয়েছে দুর্গার বাহন দেখে পরমহংসের সমাধিস্থ হওয়ার ইতিহাস।

মধ্যমগ্রামে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরি। মঙ্গলবার দুপুর তিনটে নাগাদ দু'জন এসে দোকানদারের হাত থেকে চেন ছিনতাই করে বাইকে করে চম্পট দেয়। মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে

কথা রাখলেন সাংসদ অভিষেক মহেশতলায় রাস্তা সংস্কার সম্পূর্ণ

সংবাদদাতা, মহেশতলা : কথা রাখলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জলজ্যান্ত প্রমাণ মহেশতলা বাটা মোড় সংলগ্ন মহেশতলা পুরসভার পশ্চিম জগতলার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ মন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা। তাঁর উদ্যোগে শুরু হওয়া রাস্তার কাজ প্রায় শেষের পথে। স্বাধীনতার পর থেকে সিপিএম প্রভাবিত বলে পরিচিত ছিল এই পশ্চিম জগতলা এলাকা। এই বছর প্রথম পশ্চিম জগতলা, মহেশতলার ২৮ নং ওয়ার্ড তৃণমূলের দখলে আসে। কাউন্সিলর শুভ নাগচৌধুরী জানান, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছিলেন সমস্যার দ্রুত সমাধান করবেন। দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম কাউন্সিলরের দৌলতে বেহাল অবস্থা ছিল পশ্চিম জগতলা এলাকার। এখানে রয়েছে একটি করে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়। নিচু জমি হওয়ায় বর্ষায় হাঁটুজল ভেঙে পড়ুয়া, শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয়দের যাতায়াত করতে হত। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও ছিল কঠিন কাজ। ২৮ নং ওয়ার্ডে প্রায় হাজারখানেক মানুষের বাস।

সিপিএম জমানায় বহুবার এই নিয়ে দরবার করেও কাজ কিছু হয়নি। এলাকার এই বেহাল দশার কথা অবশেষে পৌঁছায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে। খবর পেয়েই তিনি জানিয়ে দেন, দ্রুত ওই ৩২০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা উঁচু করে মেরামত করা হবে। কথা রেখেছেন তিনি। সাংসদের উদ্যোগে ও স্থানীয় কাউন্সিলর শুভ নাগচৌধুরীর তৎপরতায় বেহাল রাস্তার কাজ শুরু হয়। যা আপাতত শেষের পথে। ফলে দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন কয়েক হাজার মানুষ। এজন্য মুক্ত কণ্ঠে সাংসদকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্কুল কর্তৃপক্ষ, পড়ুয়া, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষিকা সকলেই।

■ বারুইপুর শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেস ও বারুইপুর গ্রামীণ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় বারুইপুর রবীন্দ্রভবনে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা। প্রায় ৪০০ কৃতীকে সার্টিফিকেট, স্মারক ও গিফট দিয়ে পুরস্কৃত করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, বীরবাহা হাঁসদা, সাংসদ সায়নী ঘোষ প্রমুখ।

■ ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ধাড়সা মল্লিকপাড়া ২-নম্বর রামকৃষ্ণ কলোনির নবনির্মিত রাস্তার উদ্বোধন হল। মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূলের সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার।

■ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেনাকে ব্যবহারের প্রতিবাদে নিউবারাকপুরে পুরপ্রধান প্রবীর সাহার নেতৃত্বে তৃণমূলের বিরাট ধিক্কার মিছিল ও সভা।

■ ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ ভাঙার প্রতিবাদে হাবড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা-সহ অন্যরা।

■ মধ্যমগ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে প্রতিবাদ মিছিল। ছিলেন মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, কাউন্সিলর অরূপকুমার ঘোষ, শহর তৃণমূল সভাপতি দেবায়ন চন্দ্র, ছাত্রনেতা অভিরূপ চক্রবর্তী, দীপঙ্কর দত্ত সহ অন্যরা।

■ হাওড়া (গ্রামীণ) যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে উলুবেড়িয়ায় প্রতিবাদ মিছিল। ছিলেন যুবনেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, উলুবেড়িয়ার পুরপ্রধান অভয় দাস, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, উপ-পুরপ্রধান ইমানুর রহমান-সহ অন্যরা।

■ ধনেখালিতে তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্রের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল।

■ বৈদ্যবাটিতে তৃণমূলের জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল।

দুর্ঘটনার কবলে শওকতের কনভয়

সংবাদদাতা, ক্যানিং : দুর্ঘটনার কবলে বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয়। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন বিধায়ক শওকত মোল্লা। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ বাসন্তী হাইওয়েতে বামনঘাটার কাছে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয়ের পাইলট গাড়ির সঙ্গে একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আহত হন বাইক ও গাড়ির চালক। গুরুতর অবস্থায় তাঁদের কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়। বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রাণ হারান বাইক চালক মহম্মদ তাজউদ্দিন (৪০)।

চাঁদার জুলুম বিজেপি নেতার

প্রতিবেদন : বিজেপি নেতার চাঁদার জুলুম। লরি দাঁড় করিয়ে চালককে রীতিমতো হুমকি। ভাইরাল হয়েছে নেতার দাদাগিরি। কামারহাটির ঘটনা। অভিযুক্ত বিজেপি নেতার নাম ধর্মেন্দ্র রায়। সোমবার রাতে বেলঘরিয়ার টেক্সম্যাকোর জলের ট্যাঙ্কের কাছে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, লরিচালকের থেকে দুর্গাপুজোর চাঁদা চাইছেন ধর্মেন্দ্র রায় নামে ওই বিজেপি নেতা। শুধু চাওয়াই নয়, রীতিমতো জোরজবরদস্তি চলছে, দেওয়া হচ্ছে হুমকিও। কড়া অবস্থান স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। বিজেপি নেতার এই ধরনের কার্যকলাপ কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না তৃণমূল কংগ্রেস, সাফ জানিয়েছেন তৃণমূল পরিচালিত কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহা।

সংযুক্ত এলাকাতেও পৌঁছবে পানীয় জল

সংবাদদাতা, হাওড়া: বিগার্ডেনের ইনটেক জেটিতে আরও বেশি পরিমাণ জল তুলতে বসানো হচ্ছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ৬টি পাম্প। ফলে সংযুক্ত এলাকায় বাড়বে আরও জল সরবরাহ। উদ্যোগী হাওড়া পুরসভা। এর ফলে ওই ইনটেক জেটিতে গঙ্গা থেকে 'সাকশন' করে আরও বেশি পরিমাণে জল তোলা যাবে। এই জলই হাওড়ার সংযুক্ত এলাকায় সরবরাহ করা হবে। মঙ্গলবার ইনটেক জেটিতে পাম্প বসানোর কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন হাওড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরি। ছিলেন কেএমডিএ'র ও হাওড়া পুরসভার আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়াররা। সৈকত চৌধুরি জানান, এর ফলে সংযুক্ত এলাকায় সমস্ত বাড়িতেই পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে যাবে।

■ কলকাতা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর ভোলা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সেনার মঞ্চ খোলার প্রতিবাদে ধরনা। নেতৃত্বে বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে।

■ বিজেপির বাংলাবিদ্বেষের প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল। রয়েছেন ডোমজুড় কেন্দ্রের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, ডোমজুড় কেন্দ্রের সভাপতি তাপস মাইতি।

■ বাংলা ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে বসিরহাট ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের মিছিল সংগ্রামপুর সাহিত্য সংঘ ময়দান থেকে বসিরহাট বিডিও অফিস পর্যন্ত।

■ অনুভূতি আয়োজিত 'শারদের অনুভূতি ১৪৩২' অনুষ্ঠিত হল কলেজ স্ট্রিটের বই-চিত্র সভাঘরে। এদিন সন্ধ্যা-রজনী সাহিত্য সম্মাননা পান তন্ময় ভট্টাচার্য, সোমজা দাস, অর্ণব সাহা, দীপাঞ্জন দাস, শ্রবণা শীল ও প্রয়াস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। প্রকাশিত হয় উৎসব সংখ্যা ১৪৩২।

■ বাংলাভাষীদের উপর বিজেপির সন্ত্রাসের প্রতিবাদে উত্তর কলকাতার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে মিছিল। মঙ্গলবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফের একবার ডুয়ার্সের চা-বাগানে খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘ

আমার বাংলা
3 September, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

মঞ্চ খোলার প্রতিবাদ উত্তরজুড়ে

ব্যুরো রিপোর্ট: মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ সেনা নামিয়ে খুলে দেওয়া, বিজেপির নোংরা রাজনীতির প্রতিবাদে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গর্জে উঠেছে তৃণমূল। মঙ্গলবার কলকাতা-সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ব্লকে-ব্লকে হল অবস্থান, মিছিল। উত্তরের প্রতিটি জেলাতে ধিক্কার মিছিল করেন নেতৃত্বরা। জলপাইগুড়িতে সমাজপাড়া থেকে শুরু হওয়া এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল, ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়, জেলা মহিলা সংগঠনের সভানেত্রী তথা জেলা পরিষদের সদস্য নুরজাহান বেগম, টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়- সহ পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর, টাউন ব্লক কমিটির সদস্য, ওয়ার্ড সভাপতি এবং কর্মীরা। একইভাবে আলিপুরদুয়ারের টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদ মিছিল করে। ছিলেন রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী, টাউন ব্লক সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কোচবিহারের সিতাই, মাথাভাঙা-সহ সর্বত্র প্রতিবাদ হয়। বিশু ধর, যুব তৃণমূলের সভাপতি পার্থ সাহা, দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি আব্দুল সাত্তার, দিনহাটার ব্লক সভাপতি অনন্ত বর্মন-সহ স্থানীয় ও ব্লক স্তরের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বালুরঘাট হাই স্কুল মাঠে বিকেলে জমায়েত হয়ে সন্ধ্যায় হয় ধিক্কার মিছিল। ছিলেন শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রীতম রাম মণ্ডল, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, তৃণমূল জেলা সহ-সভাপতি সুভাষ চাকী-সহ তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব, শহর নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা।

■ আলিপুরদুয়ারে শামিল সাধারণ মানুষও।

■ কোচবিহারে নেতৃত্বে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

■ বালুরঘাটে প্রতিবাদ সভা শেষে মিছিল।

■ জলপাইগুড়িতে মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি।

তৃণমূলে যোগ দিল ৫২ পরিবার

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : প্রতিদিন তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিরোধী শিবির। ক্রমশ শক্ত হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত। মঙ্গলবার ধূপগুড়ির ঝাড়আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেরির পার এলাকায় বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে একঝাঁক পরিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন। মঙ্গলবার এলাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে মোট ৫২টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে শাসক দলের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন। যোগদানকারীদের হাতে তৃণমূলের প্রতীক তুলে দেন ধূপগুড়ির বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায় এবং জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বৈদ্য সরকার। এদিন বিজেপির প্রাক্তন বুথ সভাপতি ফিরদৌস রহমান-সহ নিতাই মণ্ডল, দীপক রায়, বাদল সরকার ও শ্রীবাস বৈরাগী তৃণমূলে যোগ দেন।

বাতিল ট্রেন, ভরসা এনবিএসটিসি

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : পরপর দূরপাল্লার ট্রেন বাতিলে ভোগান্তি যাত্রীদের। রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস ট্রেন, রাধিকাপুর থেকে হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনটি বন্ধ থাকবে সবমিলিয়ে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। যাত্রীদের ভরসা একমাত্র এনবিএসটিসি। রেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যাত্রীরা। তাঁরা বলছেন, কোনওরকম নোটিশ ছাড়া বারবার ট্রেন বাতিল করে রেল। যাত্রীদের একমাত্র ভরসা এনবিএসটিসির বাস। টিকিটের চাহিদাও বাড়ছে প্রচুর পরিমাণে। কলকাতায় যেতে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে এনবিএসটিসি'র রায়গঞ্জ ডিপো। রায়গঞ্জ থেকে কলকাতায় যাওয়ার জন্য রাতের বেলায় একটিমাত্র সরকারি বাস ছিল। এখন আরও একটি বাস রিজার্ভে রাখা হয়েছে। রাতের বেলায় যাত্রীদের ভিড় অতিরিক্ত হলে সেই বাসটি নামানো হবে। সকালের বাসগুলিতেও যাত্রী সংখ্যা বাড়ছে বলে জানিয়েছেন পরিবহণ কর্মীরা।

এমআইসি পদ থেকে অপসারণ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : কোনও বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত নয় দলে। অভিযোগ পেলেই সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেয় তৃণমূল। রেয়াত করা হয় না দলের নেতা-কর্মীদেরও। গণেশ পুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বিশৃঙ্খলা তৈরির অভিযোগ ওঠে শিলিগুড়ি পুরসভার কাউন্সিলর শ্রাবণী দত্তের বিরুদ্ধে। শাস্তিস্বরূপ মেয়র পারিষদের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল বলে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন।

শিবিরে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া, বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে একমাস উদযাপন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মানুষের মাঝে গিয়ে সমস্যার সমাধানা করছে প্রশাসন। মানচিত্র তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে বাসিন্দাদের। তাঁরা জানাচ্ছেন কী প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান একমাসের মধ্যেই সাড়া ফেলেছে। পরিষেবার পেয়ে আপ্লুত সাধারণ মানুষ। শিবিরের একমাস উদযাপন করা হচ্ছে রাজ্যজুড়ে। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ির নিগমানন্দ আদর্শ বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। ছিলেন জেলাশাসক সমা পারভিন, জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালের উমেশ গণপত প্রমুখ। মহুয়া গোপ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের দোরগোড়ায় সরকারকে পৌঁছে দিতে চান। এই প্রকল্প সেই লক্ষ্যকেই বাস্তব রূপ দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ এখানে এসে তাঁদের সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন।

■ শিবিরে মহুয়া গোপ-সহ অন্যরা।

দুর্ঘটনায় মৃত চা-শ্রমিকদের পরিবারকে ২ লক্ষ সাহায্য

■ চা-শ্রমিকদের দেওয়া হচ্ছে আর্থিক সাহায্য।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : দুর্ঘটনায় মৃত চা-শ্রমিক পরিবারের পাশে দাঁড়াল তৃণমূল। হাতে তুলে দেওয়া হল ২ লক্ষ টাকা। গত ২৫ অগাস্ট নাগরাকাটা ব্লকের খেরকাটা এলাকা থেকে গাঠিয়া চা-বাগানে অস্থায়ী কাজে আসতে গিয়ে পিকআপ ভ্যান দুর্ঘটনায় তিন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল। নিহতরা হলেন মনীষা নাগাসিয়া (১৮), সুন্দর মাঝি (২৫) ও মানো খালখো (২৬)। মঙ্গলবার নিহত শ্রমিকদের পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়। চা-বাগানের অফিসে বাগানের সঞ্চালক নবীন মিশ্র নিহত তিন পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তার এই টাকা তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন নাগরাকাটার প্রাক্তন বিধায়ক তথা ওই বাগানের বাসিন্দা শুক্রা মুন্ডা, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল চা-বাগান ইউনিয়ন নেতা সঞ্জয় কুজুর প্রমুখ। তৃণমূল চা-বাগান ইউনিয়ন নেতা সঞ্জয় কুজুর বলেন, তৃণমূল সরকার সবসময় শ্রমিক পরিবারের পাশে থেকেছে এবং থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা-শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য একাধিক প্রকল্প চালু করেছেন। এই দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো সরকারের নীতিরই প্রতিফলন।

স্কুলের পড়ুয়াদের প্রকৃতির পাঠ দিল বন দফতর

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বন্ধ ক্লাস রুমে বসে বইয়ের পাতা উল্টে নয়, নয় মোবইল বা ল্যাপটপ স্ক্রিনেও। সবুজ গাছ আর খোলা আকাশের নিচে পড়ুয়াদের প্রকৃতি পাঠ দিল বন দফতর। পানিঘাটা রেঞ্জের উদ্যোগে কর্মসূচির নাম স্ক্রিনস টু গ্রিন। মঙ্গলবার সকালে বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতামূলক সেশন দিয়ে শুরু হয় দিন। এরপর কার্শিয়াং ডিভিশনের জীববৈচিত্র্য নিয়ে বিশেষ তথ্যচিত্র দেখানো হয়, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা চোখে-চোখে দেখল পাহাড়ি অরণ্যের অজানা রূপ, পাখি ও প্রাণীর বৈচিত্র্য। তবে কর্মসূচি কেবল দেখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বনপথে হাঁটা, ইকো-ট্র্যাকিং, নাসারিতে গাছের যত্ন নেওয়া, ইকো পার্কে চারাগাছ রোপণ—সবেতেই সক্রিয়ভাবে অংশ নিল পড়ুয়ারা। কাঠের স্পর্শে প্রকৃতিকে অনুভব, পাখি ও প্রাণী শনাক্তকরণ, সঙ্গে নানান মজার খেলাধুলো—সব মিলিয়ে দিনটি হয়ে উঠল প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি পরিচয়ের উৎসব। এর পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতায় গুরুত্ব দেওয়া হয় 'প্লাস্টিককে না বলো' বার্তায়।

আমার বাংলা
3 September, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চোরাই মাল উদ্ধার হল বিজেপির মণ্ডল সভাপতির ভাইয়ের থেকে

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : গৃহস্থের বাড়িতে চুরি-যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার হল বিজেপির মণ্ডল সভাপতির ভাইয়ের থেকে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপিকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে শাসক দল তৃণমূল। জানা গিয়েছে, সপ্তাহখানেক আগে ভগবানপুর-২ ব্লকের জুখিয়া গ্রামের বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে তালা ভেঙে চুরি ও লুটপাট করে বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি তপন মিদ্যার ভাই সমীরণ মিদ্যা ও তার দলবল। সেই ঘটনায় পরে পরিবারের লোকজন বাড়িতে এসে বাড়ির গ্রিল ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। ভেতরে গিয়ে দেখেন, আলমারি থেকে যাবতীয় সোনার গহনা এবং বাড়ির মধ্যে থাকা একটি মোটরবাইক চুরি হয়ে গিয়েছে।

■ উদ্ধার হওয়া চোরাই মাল ও ধৃতদের নিয়ে পুলিশের সাংবাদিক বৈঠক।

ঘটনায় সীতা শী নামের ওই বাড়ির কর্ত্রী স্থানীয় ভূপতিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে আগেই বিজেপির মণ্ডল সভাপতির ভাই সমীরণ মিদ্যা, সঞ্জয় মিদ্যা, শম্ভু মাইতি ও অরিন্দম শাসমলকে গ্রেফতার করে। সেই ঘটনায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবার চুরি-যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ। পুলিশ বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ভাইয়ের থেকে চুরি যাওয়া মোটরবাইক এবং একজোড়া সোনার রিং-সহ বেশ কিছু দরকারি কাগজপত্র উদ্ধার করেছে। ভূপতিনগর থানার ওসি মহম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, আমরা ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি-যাওয়া সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করেছি। পরে আদালতের নির্দেশ পেলে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

ধরনামঞ্চ খোলার প্রতিবাদ

■ বড়জোড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিল। নেতৃত্ব দেন বড়জোড়া বিধানসভার বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়।

■ বালি কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস ও যুব তৃণমূলের উদ্যোগে আয়োজিত মিছিলে হাওড়া সদর যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্র ও দলের কর্মী-সমর্থকরা।

শিক্ষকের হাতের পাঞ্জা কাটায় ধৃত যুবকের বাবা

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : ভগবানপুরে প্রাথমিক শিক্ষক গোকুলচন্দ্র মুড়ার হাতের পাঞ্জা কাটার ঘটনায় এবার পুলিশের জালে ধরা পড়ল অভিযুক্ত যুবকের বাবা। সোমবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার পুলিশ কুলবেড়িয়া গ্রাম থেকে অভিযুক্ত যুবক নন্দ বর্মনের বাবা মহাদেব বর্মনকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার তাকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। জানা গিয়েছে, ২৫ অগাস্ট স্কুলে যাওয়ার পথে নন্দ বর্মনের হাতে আক্রান্ত হন গোকুলচন্দ্র মুড়া। ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই শিক্ষকের হাতের পাঞ্জা কেটে নেয় নন্দ। এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। পরে ওই শিক্ষকের বড় মেয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে নন্দ ও তার বাবা মহাদেব বর্মনের নামে খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সেই তদন্তে সোমবার রাতে গ্রেফতার হয়েছে মহাদেব। তার ছেলে নন্দর খোঁজ চালাচ্ছে ভগবানপুর থানার পুলিশ। ওসি শাহেনশাহ হক বলেন, আমরা হাতের পাঞ্জা কাটার ঘটনার তদন্তে নেমে রাতে মহাদেব বর্মনকে গ্রেফতার করেছি। বর্তমানে তার ছেলেরও খোঁজ চলছে।

ডাক্তার সরেনের মৃত্যু নিয়েও বিজেপির রাজনীতি, নিন্দা স্ত্রীর

সংবাদদাতা, ডেবরা : রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় একজন ডাক্তারের মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি করতে নেমেছে বিজেপি। আর যে ডাক্তারের মৃত্যু নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করতে শুরু করে, তার তীব্র নিন্দা করেছেন প্রয়াত ডাক্তারের স্ত্রী সুপর্ণা সিং সরেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ডাক্তার সরেনের মৃত্যু নিয়ে কোনও রাজনীতি নয়। পুলিশের উপর তাঁর আস্থা আছে। বিজেপি-সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, এ নিয়ে রাজনীতি করবেন না। দিনকয়েক আগেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ষাঁড়পুর লোয়াদা ৯ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অনন্তবাড় এলাকার বাসিন্দা ডাক্তার সরেনের মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল ডেবরায়। দু'দিন আগে বিজেপি মিটিং করে ঘোষণা করে, ২ তারিখ বিকেলে ডেবরা থানার সামনে তিন ঘণ্টার অবস্থান বিক্ষোভ এবং ৯ তারিখ জেলার পুলিশ সুপারের অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন করবে তারা। ডাক্তার সরেনের মৃত্যুর ঘটনায় যারা দোষী, তাদের শাস্তি-সহ একাধিক দাবিও তোলে। তারপরেই মঙ্গলবার সকালে মৃত ডাক্তার সরেনের স্ত্রীর একটি ভিডিও প্রকাশ হয়। যেখানে ডাক্তার সরেনের স্ত্রী জানান, আমার স্বামীর মৃত্যু নিয়ে বিজেপি-সহ যে রাজনৈতিক দলগুলি আছে, তারা যেন রাজনীতি না করে। তিনি পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশে অভিযোগ করেছেন। পুলিশ তদন্ত করছে। পুলিশের প্রতি তাঁর আস্থা রয়েছে। এমনটাই জানান সুপর্ণা।

■ সুপর্ণা সিং সরেন।

■ সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান শহরে ধিক্কার মিছিলে আছেন টাউন সভাপতি মেহবুব আলম, পুরপিতা মহঃ ইনজামুল ইসলাম, উপ-পুরপিতা সুমিত সাহা ও সমস্ত কাউন্সিলর।

■ সবং ব্লকের তেমাথানি এলাকায় সবং ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আবু কালাম বক্সের উদ্যোগে মিছিল।

গর্তে-পড়া শাবককে তুলল মা ও আরেক সঙ্গী

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মাতৃপ্রেম ও দায়িত্ববোধে হাতিও কম যায় না। সমাজবদ্ধ এই প্রাণী আবারও প্রমাণ করল, তাদের দলগত দায়িত্ববোধও। সোমবার সকালে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের হাঁড়িভাঙা এলাকার ডিগারবাঁধে চোখে পড়ল এক বিরল দৃশ্য। ধানের খেত পেরিয়ে পিচ রাস্তায় উঠতে গিয়ে হঠাৎ গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় একটি হাতির শাবক। মুহূর্তে উদ্বেগ ছড়ায় দলের মধ্যে। দলের সঙ্গেই ছিল শাবকের মা এবং আরেক পূর্ণবয়স্ক হাতি। নিচে থেকে মা হাতি প্রাণপণে শাবককে ঠেলে তুলতে থাকে, আর উপরে থাকা হাতি পা দিয়ে টেনে শাবকটিকে তুলতে চেষ্টা করতে থাকে। দীর্ঘ চেষ্টার পর অবশেষে শাবকটি উপরে উঠে আসে। পরে দলের সঙ্গে মিলেই নিরাপদে পিচ রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায় হাতির দল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন সকালে প্রায় ১৩-১৪টি হাতি ঝাড়গ্রামের ডিগারবাঁধের দিক থেকে ধানের খেত পেরিয়ে হাঁড়িভাঙার জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়ই ঘটে এই ঘটনা। হাতির দলে বেশ কয়েকটি শাবকও ছিল। ঘটনাটি গ্রামবাসীর ক্যামেরায় ধরা পড়তেই মুহূর্তে ভাইরাল হয়েছে সমাজ মাধ্যমে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, শাবক উদ্ধারের দৃশ্য যেন পরিবার ও সমাজের প্রতি হাতির দায়িত্ববোধের এক অনন্য নজির।

■ মহিষাদলে তৃণমূলের প্রতিবাদ-মিছিলে স্থানীয় বিধায়ক তিলককুমার চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

3 September, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুধবার

মঙ্গলবার কাঁথি থানার ডিঙ্গলবেড়িয়া এলাকায় সিমেন্ট বোঝাই লরি উল্টে গেল কাঁথি-রসুলপুর রাজ্য সড়কে। বৃষ্টিতে কাঁচামাটিতে চাকা বসে এই বিপত্তি ঘটে। ঘটনায় চালক ও খালাসি অল্পবিস্তর আহত

ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ খোলায় কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় মিছিল, ধরনা তৃণমূলের

প্রতিবাদে দক্ষিণের জেলার পথ জনসমুদ্র

প্রতিবেদন : সোমবার কলকাতার মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির নীচে তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ সেনাবাহিনী দিয়ে ভেঙে দেওয়ার পরেই মঙ্গলবার থেকে দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নোংরামির বিরুদ্ধে কলকাতা ও গোটা বাংলা ব্লকে ব্লকে অবস্থান বিক্ষোভ ও মিছিলের মধ্য দিয়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ক্ষোভ ফেটে পড়ল। গর্জে উঠল দক্ষিণের সব জেলা। হাওড়া সদর তৃণমূল সভাপতি বিধায়ক গৌতম চৌধুরির নেতৃত্বে উত্তর হাওড়ায় হল মহামিছিল। জগৎবল্লভপুর ও ডোমকল কেন্দ্র তৃণমূলের উদ্যোগে হল মিছিল। ছিলেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, ডোমজুড়ের যুব তৃণমূল সভাপতি নুরাজ মোল্লারা প্রতিবাদে পথ হাঁটলেন। বালি কেন্দ্র তৃণমূল ও যুব তৃণমূলের উদ্যোগে বেলুড় ও বাদামতলায় মিছিল করলেন হাওড়া সদর যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্র, বালির তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, যুব তৃণমূল সভাপতি সুরজিৎ চক্রবর্তীরা। উলুবেড়িয়ায় মিছিল হল হাওড়া গ্রামীণ যুব তৃণমূল নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুরপ্রধান অভয় দাসের নেতৃত্বে। বৈদ্যবাটিতে জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ, উত্তরপাড়ায় ব্লক সভাপতি নিখিল চক্রবর্তীদের উদ্যোগে হল বিশাল মিছিল। শ্রীরামপুরে মিছিল হল সভাপতি সন্তোষ সিংয়ের উদ্যোগে। ধনেখালিতে প্রতিবাদ মিছিল হল বিধায়ক অসীমা পাত্রের উদ্যোগে। বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকে হাজার হাজার দলীয় কর্মীর অংশগ্রহণে মিছিল পরিণত হল জনসমুদ্রে। বড়জোড়ায় মিছিল করেন বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ের তেমাথানি ও পিংলায় ব্লক সভাপতি শেখ আবুল কালাম বক্স ও শেখ সবেরাতির নেতৃত্বে দুটি মিছিলে হাঁটলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। কেশপুরে ব্লক তৃণমূল নেতা-কর্মীরা মিছিলে শামিল হন ব্লক সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজার নেতৃত্বে। ডেবরায় ব্লক সভাপতি প্রদীপ করের উদ্যোগে হল প্রতিবাদ মিছিল। কাঁথিতে প্রতিবাদ মিছিল করে কর্মীদের সঙ্গে হাঁটলেন যুব সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি। মহিষাদলে মিছিলে করলেন বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী। তমলুকে মিছিল করেন বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র-সহ ব্লকের নেতা-কর্মীরা। দুর্গাপুর ২ ব্লকের পিয়ালা গ্রামে মিছিল হল ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, জেলা মহিলা সভানেত্রী অসীমা চক্রবর্তী ও টিএমসিপি সভাপতি অজয় দেবনাথের উপস্থিতিতে। বারাসতে পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, মধ্যমগ্রামে পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, নিউ বারাকপুরে পুরপ্রধান প্রবীর সাহার নেতৃত্বে হল প্রতিবাদ মিছিল।

■ জয়পুরে ব্লক তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিলে সভাপতি কৌশিক বটব্যাল-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব।

■ দুর্গাপুর ২ ব্লকে মিছিলে ব্লক তৃণমূল সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, জেলা মহিলা সভানেত্রী অসীমা চক্রবর্তী।

■ কাঁথিতে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিলে কাঁথির পুরপ্রধান চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি-সহ অন্যরা।

■ মেমারি শহর তৃণমূল সভাপতি স্বপন ঘোষালের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল।

■ কেশপুর ব্লক তৃণমূলের মিছিলে সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা প্রমুখ।

■ পিংলায় প্রতিবাদ মিছিলে সভাপতি সেখ সবেরাতি প্রমুখ।

■ নিউটাউনের প্রতিবাদ মিছিলে বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়।

■ রামপুহাটে বাংলা ভাষা রক্ষায় মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল।

পাড়া শিবিরে সভাধিপতি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : গোটা বাংলার প্রতিটি জেলার ব্লকে ব্লকে চলছে রাজ্য সরকারের নতুন বিশেষ কর্মসূচি 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'। এক মাসের মধ্যেই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই কর্মসূচি সার্বিকভাবে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। এই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের কিসমত ভরতপুর, দোরখুলি ও জারালতা-সহ একাধিক বুথ পরিদর্শন করলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডী। প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাশাপাশি মানুষের সঙ্গেও কথা বললেন। তিনি বলেন, শিবিরে দলমতনির্বিশেষে মানুষ উপস্থিত হচ্ছেন এবং সহজ উপায়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান করছেন।

বাঁকুড়ায় দাঁতালের হানায় ভাঙল ২ গুমটি

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : জেলার উত্তর বন বিভাগের বড়জোড়া রেঞ্জের কোচকুন্ডা গ্রামে সোমবার গভীর রাতে হামলা চালায় একটি হাতি। দাঁতালের হানায় ক্ষতি হয় দুটি গুমটি-সহ একটি গৃহস্থবাড়ির দরজা। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই ক্ষতিপূরণের দাবি জানান ক্ষতিগ্রস্তেরা। প্রসঙ্গত, বাঁকুড়ার উত্তর বন বিভাগের বড়জোড়া রেঞ্জের পাবয়া এলাকায় রয়েছে ৬টি হাতি। স্থানীয়দের অনুমান, তাদের মধ্যেই একটি হাতি হামলা চালিয়েছে গ্রামে ঢুকে।

■ ক্ষতিগ্রস্ত গুমটির সামনে ষষ্ঠী মুখোপাধ্যায়।

পুরকর্মী খুনে এবার ধৃত খুড়তুতো বোন

সংবাদদাতা, আসানসোল : নিয়ামতপুরের শ্যুট আউটের ঘটনায় আরও দুজনকে গ্রেফতার করল কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ। জলপাইগুড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় ফারানাজ ও তার গাড়ির চালক ফাইজলকে। এই নিয়ে এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হল। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে কুলটি থানার নিয়ামতপুর রহমান পাড়ায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন আসানসোল পুরনিগমের অস্থায়ী কর্মী জাভেদ বারিক। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই খুন। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে নিহত জাভেদ বারিকের খুড়ততো ভাই ইন্তেখাব আলমকে গ্রেফতার করে। এরপর জাভেদ বারিকের খুড়ততো বোন ফারানাজ ও তার গাড়ির চালক ফাইজলকে গ্রেফতার করা হল।

৮৫টি গ্রামে জল বাঁচানোর লড়াইয়ে দিশা বেলপাহাড়ির 'দুর্গা' লীলাবতী

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

শরতের আকাশে সাদা কাশের দোলা, শিউলির গন্ধে পুজোর আগমনী সুর জাগছে। এই আবহে অন্য এক দুর্গার লড়াইয়ের কাহিনি লিখলেন ঝাড়গ্রামের ধোবাকুঁড়িয়া গ্রামের লীলাবতী মাহাত। সমাজের বাধা আর প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে তিনি প্রমাণ করেছেন দুর্গার শক্তি শুধু পুরাণে নয়, বাস্তবেও আছে। জল ঘিরে তাঁর স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্নকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন লীলাবতী। বেলপাহাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির এড়াগোদা অঞ্চলের ধোবাকুঁড়িয়া গ্রামের লীলাবতী এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। সমাজের বাধা, পরিবারের গঞ্জনা— সব কিছুকেই উপেক্ষা করে পথ দেখিয়েছেন তিনি। কখনও একার লড়াই, কখনও সহযোদ্ধাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েও এগিয়ে গিয়েছেন। আজ তাঁর সেই প্রয়াস বদলে দিয়েছে গোটা এলাকার চিত্র। স্থিতিশীল ভূগর্ভস্থ জলের কারণে গ্রামের মাঠে এখন বছরে তিনবার চাষ সম্ভব হচ্ছে। ২০১৪ সালে এক সংস্থার হয়ে জল সংরক্ষণের কাজ শুরু করেন লীলাবতী। বর্ষার জল ও জঙ্গলের জল ধরে রাখতে গ্রামবাসীদের হাতেকলমে শেখান ট্রেঞ্চ খনন, জমিতে জল পৌঁছে দেওয়া, আল তুলে জল সংরক্ষণের মতো নানা কৌশল। ধীরে ধীরে এই আন্দোলনে যুক্ত হয় বেলপাহাড়ির প্রায় ৮৫টি গ্রাম। তৈরি হয়েছে অসংখ্য পুকুর ও ট্রেঞ্চ, যার সুফল পাচ্ছেন হাজারো কৃষক। সম্প্রতি কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে তাঁর এই উদ্যোগকে সম্মান জানানো হয়। পান ট্রফি, ২ লক্ষ টাকা পুরস্কার ও বহু সংগঠনের প্রশংসা। তাঁর লেখা ও অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লীলাবতী বলেন, শুরুতে অনেক বাধা এলেও শেষমেশ গ্রামবাসীদের পাশে পেয়েছি। পরিবার পাশে না থাকলেও গ্রামের মানুষজনই আমার শক্তি। আজ প্রায় ৮৫টি গ্রামে জল সংরক্ষণের যে পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে, তাতে বছরে তিনবার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। গ্রামের সাধারণ এক গৃহবধূ হয়েও লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। জল সংরক্ষণের এই সাফল্য বহু মহিলার অনুপ্রেরণা। এককালের নিঃশব্দ সংগ্রামী আজ তাই এক বাস্তবের 'দুর্গা'।

■ জল সংরক্ষণ করে মাছচাষে লীলাবতী মাহাত।

১০
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুধবার

আমার বাংলা

3 September, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দার্জিলিংয়ে কাঞ্চন-কৌলীন্য

ছবি : বিক্রম রাই

সাসপেন্ড গদ্দার

(প্রথম পাতার পর) বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষা ও বাঙালি-বিদ্বেষের কথা বলতে গিয়ে ব্রাত্য বলেন, পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ হচ্ছে। অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে ১২ লক্ষ মানুষ আটকে। যার মধ্যে ৭ লক্ষ বাঙালি। বাংলায় প্রতিবাদ হচ্ছে। মেয়ো রোডে সেই প্রতিবাদমঞ্চ সেনাকে দিয়ে বিজেপির খুলিয়ে দেওয়ার রাজনীতির নিন্দা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গোটা ঘটনায় ১৯৭১-এর কথা মনে পড়ছে। পাকিস্তান সে-সময় বাংলাভাষীদের উপর নির্মম আক্রমণ চালিয়েছিল। পাকিস্তানের খান সেনা ঢাকা-ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে নির্বিচারে গুলি করে মেরেছিল মানুষকে। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের সেই ঘটনার পর থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি আরও জোরালো হয়। এই প্রসঙ্গ টেনেই মন্ত্রী বলেন, সোমবার মেয়ো রোডে সেনাবাহিনী নামিয়ে ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদের মঞ্চ খুলে দেওয়ার সঙ্গে তার বড্ড মিল। বিজেপির এই রাজনীতিকে সোমবারই প্রকাশ্যে এনে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রাত্য সেই সুর ধরেই চরম সত্যটা প্রকাশ্যে আনতেই গদ্দারের নেতৃত্বে অসভ্যতা এবং নাটক শুরু হয়। সভা যাতে ভণ্ডুল হয় তার চেষ্টা চলে। অধ্যক্ষ কড়া হাতে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করেন। ব্রাত্য স্পষ্ট বলেন, নাটক করে ইস্যু ঘোরানোর চেষ্টা করবেন না। পাকিস্তান সেনার সমালোচনা করেছি। বেশ করেছি। আবার করব। সেনার হত্যালীলার ঘটনা ইতিহাসে লেখা আছে। ইতিহাস বদলায় না। তবে পাশাপাশি এও বলব, ভারতীয় সেনা জিন্দাবাদ। প্রকৃতপক্ষে ব্রাত্যর যুক্তি এবং ইতিহাস তুলে উদাহরণের কাছে কার্যত যুক্তিহীন হয়ে অসভ্যতা এবং গন্ডগোল করা ছাড়া বিজেপির দ্বিতীয় কোনও পথ ছিল না। বিজেপি যে আসলে বাংলাবিরোধী তা সোমবার মেয়ো রোডে প্রমাণ হয়েছিল, মঙ্গলবার বিধানসভায় আর একবার প্রমাণিত হল।

বেআইনি টার্নে বিপত্তি

(প্রথম পাতার পর)

বৈঠকে ডিসি (ট্রাফিক) শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও সাফ জানিয়েছেন, এটা একটা লেন-লঙ্ঘন, গাফিলতি এবং বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর কেস। হেয়ার স্ট্রিট থানা প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু এখানে পুলিশ বনাম সেনার কোনও ব্যাপার নেই। এরকম ট্রাফিক আইন ভাঙার ঘটনা প্রতিদিন আমাদের শহরে বহু ঘটে। এটা সেরকমই একটা ঘটনা। সাধারণ মানুষের গাড়ি হলেও একইভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হত। এই ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগাবেন না।

মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ মহাকরণের সামনের সিগন্যালে বিধি ভেঙে আচমকা বিপজ্জনকভাবে ডানদিকে বিবাদী বাগ-ধর্মতলার দিকে বাঁক নিতে গিয়েছিল সেনাবাহিনীর একটি ট্রাক। পিছনেই ছিল নগরপালের গাড়ি। বাঁদিকের লেন থেকে হঠাৎ লেন বদলে ট্রাকটি ডানদিকে যেতে চাওয়ায় মুহূর্তের জন্য নগরপালের গাড়িতে ধাক্কা লেগে বড়সড় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ঘটনার পর কলকাতা পুলিশের তরফে প্রকাশিত ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজেই সেনার বেপরোয়া ট্রাকের কুকীর্তি স্পষ্ট। প্রথমত, মহাকরণের সামনের ওই সিগন্যাল থেকে ডানদিকের টার্ন নিষিদ্ধ। রয়েছে 'নো রাইট টার্ন' বোর্ডও। তা সত্ত্বেও ট্রাকটি ডানদিকে মোড় নিতে যায়। দ্বিতীয়ত, ড্রাইভিংয়ের মূল নিয়ম হল মোড় নেওয়ার আগে রিয়ার ভিউ মিররে দেখা উচিত পিছনে কোনও গাড়ি আসছে কি না। এক্ষেত্রে কি সেনার ট্রাকচালক তা করেছিলেন?

আর এ-নিয়ে একাংশের মিডিয়াকে সঙ্গে করে ইচ্ছাকৃতভাবে দেশাত্মবোধের সুড়সুড়ি দিয়ে ফুটেজ খেতে নেমে পড়েছে বিজেপি। পুলিশ ও সরকারকে কলঙ্কিত করার এই অপচেষ্টার পাল্টা দিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, একটা সেনাবাহিনীর ট্রাক রাস্তায় আইন ভেঙেছে। কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ সেই ট্রাক আটকেছেন। এর সঙ্গে সোমবারের ঘটনার কোনও সম্পর্কই নেই। সেনার গাড়ি না হয়ে আলু-পেঁয়াজের গাড়ি হলেও আটকানো হত। স্পর্শকাতর ওই মোড় থেকে ডানদিকে যাওয়া নিষিদ্ধ। তাও ট্রাকটি ডানদিকের লেনে থাকলে অসুবিধা ছিল না। কিন্তু একেবারে বামদিকের লেন থেকে আচমকা ডানদিকে যেতে চায়। কিন্তু এই ট্রাফিক ইস্যু নিয়েও ফুটেজ খেতে নেমে পড়েছে বিজেপি। সবকিছু জেনেশুনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিজেপি আর একাংশের মিডিয়া কলকাতা পুলিশ, তৃণমূল কংগ্রেস ও বাংলাকে কালিমালিপ্ত করার ন্যারেটিভ তৈরি করছে। সেনার অপমান, দেশাত্মবোধ আরও কত কী! কেন অপপ্রচার করছেন? এখানে স্পিড আলোচ্য বিষয় নয়। তুমি আইন ভেঙে ডানদিকে যেতে চেয়েছিলে কেন? সেনার গাড়ি কি ট্রাফিক আইনের উর্ধ্বে?

সেমিস্টার শুরু

(প্রথম পাতার পর)

সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় সেট খুলতে হবে সংসদ সভাপতির অনুমতি নিয়ে।

সিসিটিভিতে রেকর্ড করা ফুটেজ ভেন্যু সুপারভাইজারকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। প্রয়োজনমতো ওই রেকর্ডিং চেয়ে পাঠানো হতে পারে। সংসদের তরফে প্রকাশ করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, যেদিন যে বিষয়ে পরীক্ষা থাকবে সেদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক বা শিক্ষিকা ইনভিজিলেটার হতে পারবেন না। প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র পলি ল্যামিনেট করা বাক্সে রাখা থাকবে, যা সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে ভেন্যু সুপারভাইজারের ঘরে গিয়ে খোলা হবে। এছাড়াও ওএমআর শিট এবং প্রশ্নপত্র কাস্টোডিয়ানের কাছে রাখা থাকবে। পরীক্ষার্থীদের সামনেই প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্রের সেট খুলে দেওয়া হবে।

সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, এবার মোট ২,১০৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ১২২টি স্পর্শকাতর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সবাধিক স্পর্শকাতর কেন্দ্র রয়েছে মালদহে। এই কেন্দ্রগুলিতে ভিডিয়োগ্রাফি করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রয়োজনে পরিদর্শনের জন্য বিশেষ দল হাজির হতে পারেন। ক্যালকুলেটর বা বৈদ্যুতিন যন্ত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

দুর্ঘটনার কবলে সেচকর্তা

সংবাদদাতা, সিউড়ি : কলকাতা থেকে ফেরার পথে মঙ্গলবার বিকেলে দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন ম্যাকিন্টস বার্নের আধিকারিক। সেচ দফতরের তরফে জানা গিয়েছে, জখম আধিকারিকের নাম সোমাঙ্কুর ঘোষাল। তিনি চিফ জেনারেল ম্যানেজার পদে রয়েছেন। তিলপাড়া ব্যারাজের জরুরিভিত্তিক সংস্কারের কাজের তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন। সেই কাজেই তিনি এদিন ছোট চারচাকা গাড়িতে কলকাতা থেকে সিউড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। সদাইপুরে গাড়িটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে। সোমাঙ্কুর হাতে ও মাথায় চোট পান। তড়িঘড়ি তাঁকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে। অবস্থা স্থিতিশীল।

পাঁচদিনের নাট্য প্রশিক্ষণ

সংবাদদাতা, মহিষাদল : নবপ্রজন্মকে আরও নাট্য-মনোযোগী করে তুলতে পাঁচদিনের নাট্য প্রশিক্ষণ হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের আজাদ হিন্দ মঞ্চে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির আয়োজনে এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ও হলদিয়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে। ১৮ জন তরুণ-তরুণী অংশ নেয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায়, বিডিও বরুণাশিস সরকার, ডিএসপি (ডিইবি) শান্তব্রত চন্দ, শিউলি দাস, তরুণকান্তি মণ্ডল, রাকেশ ঘোষ, তরুণকুমার প্রধান, অতনু সরকার, সুরজিৎ সিংহ, জেলা তথ্য-সংস্কৃতি আধিকারিক মহুয়া মল্লিক, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক ঋতুপর্ণা হালদার প্রমুখ।

উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার

(প্রথম পাতার পর)

রাজ্যগুলিতে যেভাবে বাঙালিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে সেই নিয়ে আগামী দিনে আরও বেশি করে সাধারণ মানুষকে নিয়ে প্রতিবাদ-কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার ক্ষেত্রেও। দুই জেলা নেতৃত্বকেই দলের নির্দেশ, প্রত্যেক এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বকে মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছাতে হবে। তাঁর নির্দেশ, আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে সবাইকে একসঙ্গে থেকে বিরোধীদের মোকাবিলা করতে হবে। আগামী দিনে যদি সংগঠনের কোনও রদবদল শীর্ষ নেতৃত্ব করে সেটা সবাইকে মেনে নিয়ে কাজ করতে হবে। আর নেত্রীর নির্দেশেই সমস্তটা হবে।

এছাড়াও বৈঠকে মূলত মানুষের কাজকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর মানুষের কাছে বেশি করে গিয়ে সমস্ত কাজের কথা তুলে ধরতে হবে। আর সামনেই বিধানসভা ভোট, আগামী দিনে আমাদের লক্ষ্য এই শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত সমস্ত বিধানসভা জিততে হবে ব্যাপক ব্যবধানে। এদিনের বৈঠকে শ্রীরামপুর সাংগঠনিক তৃণমূলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই, যুব সভাপতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, মহিলা সভানেত্রী মৌসুমী বসু চট্টোপাধ্যায় এবং সব বিধায়ক। অভিষেক স্পষ্ট জানিয়ে দেন, প্রত্যেকের রিপোর্ট কার্ড তৈরি হয়েছে, সেই অনুপাতে দলের কিছু কিছু জায়গায় পরিবর্তন করা হতে পারে। সকলকে সংগঠনে জোর দিতে হবে। আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানে জোর দিতে হবে। কেশিয়াড়ি এবং শালবনী নিয়ে বিধায়করা অভিযোগ জানালে অসন্তোষ প্রকাশ করেন অভিষেক। দলের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুজয় হাজরা, যুব সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, বিধায়ক উত্তরা সিংহ হাজরা, বিক্রমচন্দ্র প্রধান-সহ অন্যরা।

ডোরিনায় ঋতব্রত

(প্রথম পাতার পর) অত্যাচারের জবাব দিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে সরিয়ে আনা হয় ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ। এদিন এই প্রতিবাদ মঞ্চে ঋতব্রত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, তন্ময় ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক অলোক দাস প্রমুখ। ছিলেন স্বপন সমাদ্দার, সোমনাথ শ্যাম, অরূপেশ ভট্টাচার্য-সহ বিভিন্ন জেলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এদিন ইতিহাসের পাতা থেকে বাংলার ঐতিহ্য তুলে ধরেন ঋতব্রত। বলেন, পাঁচ হাজার বছর আগে এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন পূর্বদিক থেকে আসা জনজাতি। আমাদের যাপনে পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস। প্রাক বাংলা পরবর্তীতে বাংলা ভাষা দু'হাজার বছরের পুরনো। আমাদের লিখিত ইতিহাস ১২০০ বছরের। আর সেই বাংলাভাষাকে ধ্রপদী ভাষার স্বীকৃতি ও সম্মান এনে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন নেপালের রাজদরবার থেকে অনেক পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন, উন্মোচিত হয়েছিল নতুন দিগন্তের। লেখার মধ্য দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন গোটা বাংলার চিত্র।

আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি বলেন, বিজেপির কথায় সেনাবাহিনী অভাবনীয় নজিরবিহীন ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের দোষ দিই না। বিজেপি মঞ্চ খুলে দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে নামিয়েছে। এজেন্সি লেলিয়ে দিয়েছে, নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের এজেন্সিতে পরিণত করেছে। সেনাবাহিনীকে পর্যন্ত এজেন্টে পরিণত করে অ্যাজেন্ডা ফুলফিল করছে। মঞ্চ ভেঙে দিয়ে বিজেপি মনে করেছিল, এটা বুঝি মহারাষ্ট্র, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ। কিন্তু ওরা জানে না এটা বাংলার মাটি, দুর্জয় ঘাঁটি। এখানে বিজেপির কোনও ঠাঁই নেই। আবার গজিয়ে উঠেছে মঞ্চ। আন্দোলন চলছে, চলবেও। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাঙালি হয়ে জন্মাতে চাই, মন্তব্যকে কটাক্ষ করে ঋতব্রত বাঙালির পাঁচ হাজার বছর ধরে খাদ্যতালিকায় ভাত, মাছ, শাকের ইতিহাসও তুলে ধরেন। তুলে ধরেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের মঙ্গলকাব্য থেকে বিগত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ থেকে নোবেল, নাইট উপাধির ইতিহাসও ব্যাখ্যা করেন। উত্তরপ্রদেশ সরকার পাঠ্যবই থেকে রবীন্দ্রনাথকে মুছে দিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে ঋতব্রত বলেন, আসলে রবীন্দ্রনাথ বিজেপির চোখের বালি। বাংলার উপর এই অত্যাচারের আসল উদ্দেশ্য হল, বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে ব্যাকডোর দিয়ে এনআরসি চালু করা। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা পৃথিবীর মধুরতম ভাষাও। এই ভাষাকে আপনারা মুছে দিতে পারবেন না। আপনাদের চক্রান্তের জবাব দেবে বাংলা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বন্ধুর বোনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অভিযোগে মুণ্ড কেটে খুন করা হল এক যুবককে। যোগীরাজ্যের কানপুরের ঘটনা। মৃত যুবকের নাম হৃষীকেশ (২২)। রবিবার নদীর ধারে পাওয়া যায় হৃষীকেশের দেহ। মূল অভিযুক্ত পবন-সহ গ্রেফতার ৪ জন

দিল্লি দরবার

3 September 2025 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুধবার

নির্বাচন কমিশনের অন্তর্তদন্তে ফাঁস যোগীরাজ্যের ভোটার কারচুপি

প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় কারচুপির ভয়াবহ তথ্য ফাঁস হয়ে গেল যোগীরাজ্যের নির্বাচন কমিশনের অন্তর্তদন্তেই। ভোটার তালিকায় খোঁজ পাওয়া গেল ১ কোটি সন্দেহজনক ভোটারের। অদ্ভুত কাণ্ড! কোনও কোনও ভোটারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভোটার তালিকায় নাম এবং অন্যান্য তথ্য একই কিন্তু ঠিকানা এবং ছবি সম্পূর্ণ আলাদা।

১ কোটি সন্দেহজনক ভোটার

অনেকের ক্ষেত্রে আবার একই নাম। এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌলতেই বেআব্রু হয়েছে এই ঘোরতর অসঙ্গতি। আরও স্পষ্ট করে বললে, ধরা পড়েছে ভোটার তালিকায় ঘোরতর দুর্নীতি বা কারচুপি। লক্ষণীয়, উত্তরপ্রদেশে ভোটার তালিকা যাচাই করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের ব্যবহার এই প্রথম। যোগীরাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই অন্তর্তদন্ত চালিয়েছিল। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, 'দ্য রিপোর্টার্স কালেক্টিভ'-এর তথ্যের দাবি, বিহারের বাল্মিকীনগর বিধানসভায় অন্তত ১০০০ এমন ভোটার আছে যাঁরা আদতে যোগীরাজ্যের ভোটার।

আধার নাগরিকত্বের অন্যতম প্রমাণ

প্রতিবেদন: আধার কার্ড নাগরিকত্বের অন্যতম প্রমাণ। আরও একবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যাচাইয়ের জন্য অনেক নথির মধ্যে আধার কার্ডও অন্যতম নথি। এদিকে বিহারের খসড়া তালিকা থেকে যে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁদের খুঁজে বের করে সাহায্য করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি সক্রিয় হতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। লক্ষণীয়, বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার সংক্রান্ত মামলায় আগেই জানিয়েছিল আধার নাগরিকত্বের অন্যতম প্রমাণপত্র।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অন্তর্তদন্তেই যোগীরাজ্যের ভোটার তালিকায় এমন ভয়ঙ্কর কারচুপির তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। স্তম্ভিত সাধারণ মানুষও। সকলেরই বদ্ধমূল ধারণা, বিজেপির অঙ্গুলীহেলনেই এই ভয়াবহ কারচুপি করেছিল কমিশনই। কিন্তু এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল। বিহারে ভোটার তালিকায় যখন ধরা পড়ছে একের পর এক ভয়াবহ অসঙ্গতি, দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিজেপি-কমিশনের নির্লজ্জ কারচুপি, এসআইআরের নামে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে প্রকৃত নাগরিকদের, ঠিক তখনই যোগীরাজ্যে ধরা পড়ল ভোটার তালিকায় এই ভয়ঙ্কর কেলেঙ্কারি।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রচেষ্টাও শুরু হয়ে গিয়েছে যোগীরাজ্যে। সন্দেহজনক ভোটারদের বাড়ি গিয়ে যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ব্লক পর্যায়ের আধিকারিক এবং জেলাশাসকদের। রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের দাবি, সংবেদনশীল বুথগুলিতে ভুয়ো ভোটার ধরতে এবারে বিশেষ ভূমিকা নেবে ফেস রেকগনিশন সিস্টেম।

পুলিশের উপর গুলি চালিয়ে চম্পট পাঞ্জাবের বিধায়কের

প্রতিবেদন : ঠিক যেন সিনেমার দৃশ্য। একেবারে ফিল্মি কায়দায় পুলিশ অফিসারদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে, এক পুলিশকর্মীকে গাড়ির ধাক্কা মেরে পুলিশ হেফাজত থেকে পালালেন পাঞ্জাবের বিধায়ক হরমিত সিং পাঠানমাজরা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে পাতিয়ালার সানৌরে। পলাতক আপ বিধায়ক হরমিতকে ধর্ষণ, প্রতারণা ও ভয় দেখানোর অভিযোগে কর্ণাল থেকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। থানায় নিয়ে যাওয়ার পথে আচমকাই ধৃত সানৌরে বিধায়ক হরমিত ও তাঁর শাগরেদরা পুলিশের উপর চড়াও হয়। গুলি চালিয়ে স্করপিও ও ফরচুনা গাড়িতে চেপে পালিয়ে যান। স্মরণকালে পাঞ্জাবে এমন ঘটনা সম্ভবত এই প্রথম।

পরে পুলিশ তাড়া করে ফরচুনার গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। কিন্তু আপ বিধায়ক হরমিতের মেলেনি কোনও খোঁজ। সনৌরের আপ বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, প্রতারণার এবং ভয় দেখানোর অভিযোগ করেন এক মহিলা। জিরাকপুরের বাসিন্দা ওই মহিলা পুলিশকে জানিয়েছেন, হরমিত সিং মিথ্যে কথা বলে তার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। বিধায়কের যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি, তা তিনি ওই মহিলাকে জানাননি বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, আপ বিধায়ক হরমিত সিং পাঠানমাজরার বিরুদ্ধে যৌন অত্যাচার, হুমকি ও অশালীন মেসেজ পাঠিয়েছেন বলেও পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই মহিলা।

মহিলার বক্তব্য, ২০১১ সালে আপ বিধায়কের সঙ্গে লুধিয়ানার একটি গুরুদ্বারে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু নির্বাচনে প্রার্থীর হলফনামায় প্রথম স্ত্রীর নাম দেন হরমিত। পরে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি দেন অভিযোগকারী মহিলাকে। কিন্তু সেকথা রাখেননি হরমিত।

এদিকে মামলা আদালতে গড়ালে বিধায়ক হরমিত দাবি করেন, সবটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় হরমিত অভিযোগে দিল্লি আপ নেতৃত্বকে দায়ী করেছেন। পাশাপাশি তিনি এও দাবি করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন।

প্রধানমন্ত্রীকে তোপ তৃণমূলের

প্রতিবেদন: চোরের মায়ের বড় গলা? মঙ্গলবার রাজনৈতিক মহলে এই প্রশ্নই উঠেছে মোদিকে ঘিরে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে গত এক দশকে যিনি বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করেছেন, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সামান্য সৌজন্য ও শিষ্টাচার দেখাননি, সেই প্রধানমন্ত্রীর মুখেই কি না আজ শালীনতার বাণী? কোন মুখে তিনি বিরোধীদের শিষ্টাচার শেখাচ্ছেন? প্রশ্ন উঠল রাজনৈতিক মহলে। বিহারের রাজনৈতিক সভায় প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মা-কে নিয়ে কটূক্তি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার কংগ্রেস, আরজেডি-সহ বিরোধীদের নিশানা করেছেন তিনি। বিহারে ভোট প্রচারের নামে তাঁর প্রয়াত মা-কে কটূক্তি করে আসলে দেশের সব মা-বোনদের অসম্মান করেছে বিরোধী দলগুলি, এমনই অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। তাঁর এই অভিযোগ খণ্ডন করে এদিন পাল্টা তোপ দেগেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মহুয়া মৈত্রর প্রতিক্রিয়া, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দিদি ও দিদি স্লোগান দিয়েছিলেন তিনি। সোনিয়া গান্ধীকে বলেছিলেন জার্সি গরু এবং কংগ্রেসের বিধবা। শশী থারুরের স্ত্রীকে বলেছিলেন ৫০ কোটির গার্লফ্রেন্ড। তাঁর মুখে আবার শালীনতার কথা?

দলিত মহিলার মুখে কালি মাখিয়ে জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানো হল ওড়িশার গ্রামে

প্রতিবেদন: অমানবিক ঘটনা বিজেপির ওড়িশায়। ঋণের মাত্র ২০০০ টাকা শোধ করতে না পারায় এক দলিত মহিলাকে প্রচণ্ড মারধর করা হল। শুধু তাই নয়, মুখে কালি মাখিয়ে জুতোর মালা পরিয়ে ওই মহিলাকে ঘোরানো হল গ্রামের রাস্তাতেও। ন্যক্কারজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার অনুগুল জেলায়। নাকাচি পঞ্চায়েতের কান্দাহাল গ্রামে। খাপ পঞ্চায়েত বসিয়ে মহিলাকে 'শাস্তি' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরে আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছেন নির্যাতিতা। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, ঘটনার পরে বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও কাউকেই এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। গেরুয়া প্রভাবশালী মহলের চাপে পড়েই পুলিশ আড়াল করছে অপরাধীদের। অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

প্রায় একই ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডও। চোর সন্দেহে এক মহিলার চুল কেটে জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানো হয়েছে গ্রামের রাস্তায়। লজ্জাজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের গিরিডিতে। ডুমরি থানার পিপরালি গ্রামে। ওই মহিলাকে হেনস্থা করা হয় রবিবার সন্ধ্যায়। চোর অপবাদ দিয়ে প্রায় অর্ধনগ্ন করে টেনে হিঁচড়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় রাস্তায়। তারপরে লাঠি দিয়ে ব্যাপক প্রহার। এই নির্যাতনের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে। পুলিশ এসে মহিলাকে উদ্ধার করে গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি করে হাসপাতালে। গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ মহিলাকে।

পাখির ধাক্কা, কলকাতাগামী বিমান ফিরল মাঝ আকাশ থেকে

প্রতিবেদন: অল্পের জন্য রক্ষা পেল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। পাখির ধাক্কায় সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হল বিমানের নাকের দিকের অংশ। মঙ্গলবার সকালের ঘটনা। নাগপুর থেকে কলকাতার উদ্দেশে আকাশে উড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি। মাঝ আকাশে বিপত্তি। তবে ২৭২ জন যাত্রীকে নিয়ে নিরাপদেই বিমানটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নাগপুর বিমানবন্দরে। অবতরণও করে নির্বিঘ্নেই। জানা গিয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়ার ৬ই ৮১২ বিমানটি সকাল ৭টা নাগাদ কলকাতার উদ্দেশে আকাশে উড়েছিল। এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে পাখির ধাক্কাতেই বিমানের সামনের দিকের অংশের সামান্য ক্ষতি হয়েছে। ঠিক কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দৈহিক খর্বতা হার মানল আরতির দুরন্ত ইচ্ছাশক্তির কাছে

প্রতিবেদন: দৈহিক প্রতিবন্ধকতা নয়, ইচ্ছাশক্তিটাই শেষ কথা। নিজের ব্যতিক্রমী সাফল্য দিয়ে এই সত্যটাই তুলে ধরলেন রাজস্থানের সাড়া জাগানো আইএএস অফিসার আরতি ডোগরা। হ্যাঁ, জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই আরতি বুঝতে শিখেছিলেন, খর্বতার কারণে তাঁর দিকে বিদ্রুপের পাথর ছুঁড়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে সমাজের একাংশ। পদে পদে বাধা পাবে নিষ্ঠুর প্রতিকূলতাকে পরাজিত করে তাঁর অগ্রগতি। তবুও দমে যাননি সাড়ে ৩ ফুট উচ্চতার আরতি। ভেঙেও পড়েননি। ভোগেননি হীনমন্যতায়। কারণ, তিনি নিশ্চিত ছিলেন, লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, তাহলে তা যত দূরেই হোক, পৌঁছানো অসম্ভব নয়। নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন আরতি। ২০০৬ সালে খর্বকায়তম আইএএস অফিসার হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যোগ্যতা থাকলে বয়সের মতো উচ্চতাও একটা সংখ্যামাত্র। সেনা আধিকারিক বাবা এবং স্কুলশিক্ষিকা মায়ের মেয়ে আরতি এখন রাজস্থানের তথ্য প্রযুক্তি

এবং যোগাযোগ দফতরের সচিব পদে কর্মরত।

কাজ করেছেন আজমেঢ়, বিকানের, যোধপুর এবং বুঁদির জেলাশাসক হিসেবে। নিজের অসাধারণ যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। দক্ষতা প্রমাণ করেছেন যোধপুর বিদ্যুৎ বিতরণ নিগমের সচিব পদে। ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের সচিব এবং বিশেষ সচিব পদেও। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে গিয়েছে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ভোটারদের পাশে দাঁড়াতে তাঁর বিশেষ উদ্যোগ। তাঁদের বুথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। তাঁর আমলেই আজমেঢ়ে বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের ভোটদানে আগ্রহ বেড়েছে লক্ষণীয়ভাবে। রাজস্থানে প্রত্যন্ত গ্রামের বিশেষ সক্ষম ভোটাররা অনেক বেশি সংখ্যায় বুথমুখী হয়েছেন।

অথচ দেরাদুনে আরতির শৈশবকালে চিকিৎসকরা যখন বলেছিলেন, তাঁর উচ্চতা থেমে যাবে ৩ ফুট ২ ইঞ্চিতে তখন অনেকেই বাবা-মাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন দ্বিতীয় সন্তান নিতে। সত্যিই থেমে গিয়েছিল আরতির উচ্চতা, কিন্তু শুরু হয়েছিল তাঁর শিখরে ওঠার স্বপ্ন। বিরামহীন অনুশীলন প্রমাণ করেছিল, আটকে রাখা যায় না মেধাকে। মেধার উচ্চতার আলোয় হার মেনেছিল আরতির শারীরিক খর্বতা।

মেক্সিকোর গুয়াদালাহারা শহরের সান আন্দ্রেস এলাকায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড। খুন হলেন জনপ্রিয় টিকটক ইনফ্লুয়েন্সার এসমেরালদা ফেরের গারিবে, তাঁর স্বামী রবার্তো কার্লোস গিল লিসিয়া এবং তাঁদের দুই সন্তান

পাঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড-সহ বিপর্যস্ত উত্তর ভারত

শতাধিক মৃত্যু, সাতদিনের সতর্কতা জারি করল আইএমডি

লুধিয়ানা, পাঞ্জাব

লোহাপুল, নয়াদিল্লি

চামোলি, উত্তরাখণ্ড

প্রতিবেদন : উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রবল বর্ষণের তাণ্ডবে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাজপথ থেকে শুরু করে গ্রামীণ সড়ক পর্যন্ত ডুবে গেছে বন্যার জলে, বহু বাড়িঘর ভেসে গেছে স্রোতের তোড়ে, এবং একের পর এক রাজ্যে জারি করা হয়েছে বিপদ সংকেত। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, দুর্যোগের পরিস্থিতি থাকবে আরো সাতদিন।

জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তরাখণ্ডে ধারাবাহিক মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতি। ইতিমধ্যেই বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং অনেকে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। পাঞ্জাবে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ, গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী বন্যার কবলে পড়ে রাজ্যটিতে এখন পর্যন্ত অন্তত ২৯ জনের প্রাণহানি ঘটেছে এবং হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। রাজধানী দিল্লি ও তার আশেপাশের এনসিআর এলাকাতেও বাড়িঘর জলমগ্ন। নদীর উপর অবস্থিত ব্যারাজ থেকে একটানা জল ছাড়ার কারণে বিপদের আশঙ্কা আরও বেড়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর স্পষ্ট জানিয়েছে, অন্তত আগামী সাতদিন এই পরিস্থিতির উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই। ইতিমধ্যেই জম্মু-কাশ্মীর, গুরগাঁও, উত্তরপ্রদেশ, চণ্ডীগড়সহ একাধিক অঞ্চলে স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার গুরগাঁও ও এনসিআর জুড়ে প্রবল বৃষ্টির কারণে প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের জলে ডুবে, রাজ্য জুড়ে বিপর্যস্ত মানুষের দীর্ঘ সারি। আগস্ট মাসে পাঞ্জাবে গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় প্রায় ৭৪ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। এই রাজ্যে ২৫৩.৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে— যা গত ২৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সেখানে সরকারি ও বেসরকারি অফিসগুলিতে বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দিল্লি-এনসিআরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলি যেমন জলে ডুবে রয়েছে, তেমনই জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তরাখণ্ডের বহু মহাসড়ক ভেঙে পড়েছে ভূমিধসের কারণে। সেইসঙ্গে দুর্গত এলাকায় পৌঁছনো আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। পাঞ্জাবের দশের বেশি জেলা এখন বন্যার প্রবল বর্ষণ ও আকস্মিক বন্যার প্রভাবে। উত্তরাখণ্ডে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় রূপ নিয়েছে। মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে রাজ্যের বিভিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলে একের পর এক ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যার ঘটনা ঘটছে। অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় ৬৯ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। ভেসে গিয়েছে বাড়িঘর, গবাদি পশুও চাপা পড়েছে ধ্বংসস্তূপের নিচে। মঙ্গলবার এই রাজ্যে লাল সতর্কবার্তা জারি করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। উত্তর-পশ্চিম ভারতের একাধিক রাজ্যে, বিশেষ করে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, জম্মু-কাশ্মীর এবং হরিয়ানায় অন্তত ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রবল বর্ষণ চলতে পারে বলে সতর্ক করেছে আইএমডি। এর পাশাপাশি দিল্লি, জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে অতিবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যা সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

বলে সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। জম্মু-কাশ্মীরে গত পনেরো দিনে প্রবল বর্ষণ ও আকস্মিক বন্যায় ৫০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে টানা আট দিন ধরে বন্ধ রয়েছে। রাজৌরি ও সাম্বা জেলায় টানা বৃষ্টির জেরে ভূমি ধসের ঘটনা ঘটায় ১৯টি পরিবারকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। ডোডা জেলায় অন্তত ৫০০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

‘পাকিস্তানে ট্রাম্প পরিবারের ব্যবসার জন্য ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে’

বিস্ফোরক অভিযোগ প্রাক্তন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টার

আশিস গুপ্ত • দিল্লি

ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দুদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য এবার নিজের দেশেই কড়া সমালোচনার মুখে ডোনাল্ড ট্রাম্প। আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে এক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ উঠছে খোদ মার্কিন প্রশাসনের অন্দরমহল থেকেই। সম্প্রতি এই বিষয়ে প্রাক্তন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান এক বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের পরিবারের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন। পারিবারিক ব্যবসার প্রয়োজনে পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে গিয়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে বলি দিয়েছেন ট্রাম্প।

সুলিভানের কথায়, ভারতের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধ এবং সম্পর্ক নষ্ট করার ঘটনা ট্রাম্প আমলের বিদেশনীতির সবচেয়ে বড় মাপের অবমূল্যায়ন। মেইডাস টাচ ইউটিউব চ্যানেলের এক আলোচনায় সুলিভান বলেন, দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে দুই দলের প্রশাসনই বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের সঙ্গে প্রযুক্তি, প্রতিভা, অর্থনীতি এবং বিশেষত চিনের কৌশলগত প্রভাব মোকাবিলার মতো ক্ষেত্রে একটি সুদৃঢ় অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের ফলে সেই অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে, যা আমেরিকার জন্য বিরাট কৌশলগত ক্ষতি। সুলিভান উল্লেখ করেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ট্রাম্প পরিবারের ব্যবসায়িক যোগসূত্রই অবস্থান বদলের মূল কারণ। পাকিস্তানের নতুন ক্রিপ্টো কাউন্সিলের সঙ্গে ট্রাম্প পরিবারের সম্পর্কযুক্ত ‘ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফিন্যান্সিয়াল’-এর চুক্তি এবং ইসলামাবাদের তরফে ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেওয়ার সুপারিশ— এসব ঘটনার জেরে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে ধ্বংস করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সুলিভানের বক্তব্য, ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্ব আমেরিকার মৌলিক স্বার্থরক্ষায় অপরিহার্য। তা উপেক্ষা করা মার্কিন মিত্রদের জন্যও এক উদ্বেগজনক বার্তা। রুশ তেল আমদানি ও নিজেদের বাণিজ্য ঘাটতির বিষয়কে অজুহাত করে ট্রাম্প প্রশাসন ভারতে ৫০ শতাংশ শুল্ক-জরিমানা আরোপ করেছে। কিন্তু সুলিভানের মতে, পাকিস্তানের ব্যবসায়িক চুক্তি ও ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিগত পরিবর্তন একে অপরের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, যা প্রমাণ করে ট্রাম্প পরিবারের ব্যক্তিগত স্বার্থ যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করেছে।

সৌহার্দের নেপথ্যে যে স্বার্থ

প্রতিবেদন : পাকিস্তান এবছরের ২৬ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ‘পাকিস্তান ক্রিপ্টো কাউন্সিল’ চালু করে। এর লক্ষ্য দক্ষিণ এশিয়ার ক্রিপ্টো কেন্দ্র হওয়া। উদ্বোধনের পরই ট্রাম্প পরিবারের প্রভাবাধীন ‘ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফিন্যান্সিয়াল’-এর সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়। এই প্ল্যাটফর্মের ৬০ শতাংশ শেয়ার রয়েছে ‘ডিটিমার্কস ডিফাই এলএলসি’-র হাতে, যা ট্রাম্পের দুই ছেলে এরিক ট্রাম্প এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র এবং জামাতা জ্যারেড কুশনারের নিয়ন্ত্রণে। বিভিন্ন মিডিয়ায় ট্রাম্পকে ‘চিফ ক্রিপ্টো অ্যাডভোকেট’ হিসেবে প্রচার করা হয়েছে।

টাকার রেকর্ড পতন ও চাকরির সংকোচন

ভারতীয় অর্থনীতি এখন দ্বিমুখী চাপে

প্রতিবেদন : প্রতিবেদন: ট্রাম্পের শুল্কনীতির ধাক্কায় বেসামাল ভারতীয় অর্থনীতি। মঙ্গলবার ভারতীয় টাকা সামান্য ঊর্ধ্বমুখী অবস্থায় লেনদেন শেষ করলেও দিনের সর্বোচ্চ মান থেকে কিছুটা পিছিয়ে আসে। কারণ আমদানিকারকদের ডলারের চাহিদা দিনের শুরুতে দেখা দেওয়া পুনরুদ্ধারকে কার্যত মুছে দেয়। দিনের শেষে প্রতি ডলারের বিনিময়ে টাকার মূল্য দাঁড়ায় ৮৮.১৫৫০-এ, যা সোমবারের ৮৮.১৯৫০ বন্ধ মূল্যের তুলনায় প্রায় ০.০৫% উপরে। দিনের মধ্যে টাকা এক পর্যায়ে ৮৭.৮৪৫০-এ পৌঁছলেও পরে আবার ৮৮-এর সীমা অতিক্রম করে নেমে যায়। সোমবার মার্কিন ডলারের বিপরীতে অবনমনের নতুন রেকর্ড করেছিল টাকা। ১ সেপ্টেম্বর টাকার মান ৮৮.৩৩-এ নেমে যায়, যা আগেরবারের ৮৮.৩০৭৫-এর সর্বনিম্ন রেকর্ডকেও অতিক্রম করেছে। টাকার এই ধারাবাহিক অবমূল্যায়ন ভারতের রফতানি খাত ও সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য এক অশনিসংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষত টেক্সটাইল থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যসহ একাধিক খাতে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পিসিওডি থাকলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট-সমৃদ্ধ খাবার রাখুন খাদ্যতালিকায়। যেমন ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি, ওটস, কাঠবাদাম, আখরোট। মাখন ও মার্জারিনের পরিবর্তে অলিভ অয়েল খান

স্টেথোস্কোপ

একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে বেশিরভাগ মহিলাই পিসিওডি এবং পিসিওএস-এর শিকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রতি দশ জনে এক জন ভারতীয় মেয়েরই এই অসুখ রয়েছে। সেপ্টেম্বর হল পিসিওডি এবং পিসিওএস সচেতনতা মাস। কেন বাড়ছে এই অসুখ? নেপথ্যের কারণ কী? লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

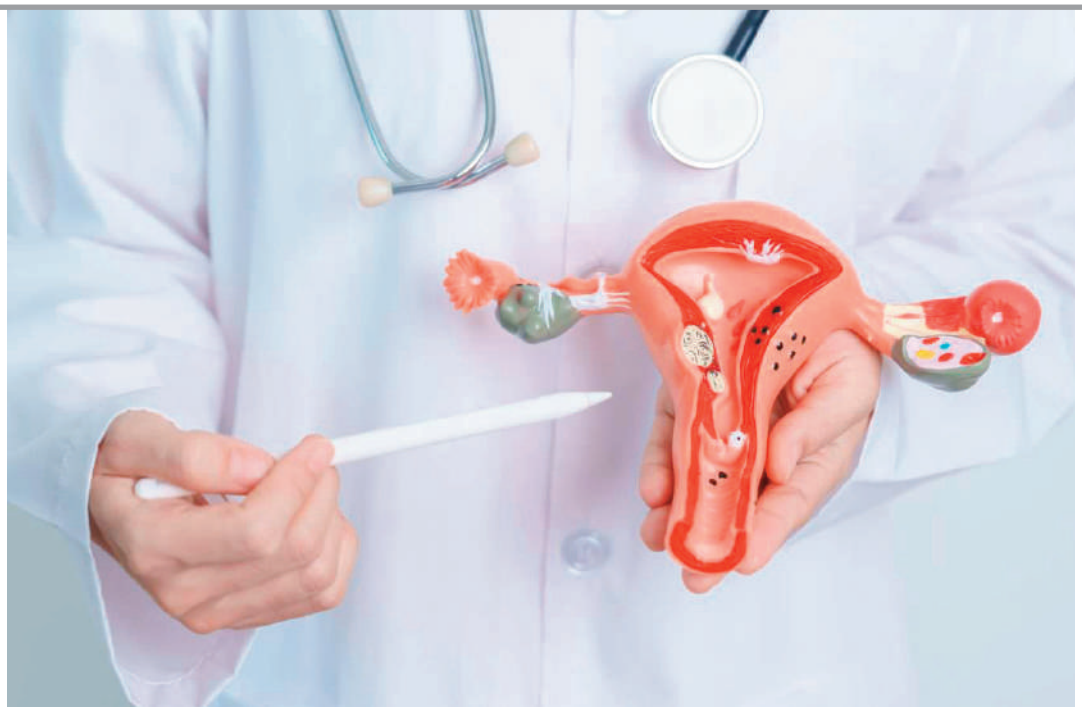

পলিসিস্টিক ওভারি

পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজকে সংক্ষেপে বলা হয় 'পিসিওডি'। 'পিসিওএস' হল পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম। দুটোই হরমোনের ভারসাম্যতার সমস্যা। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর মেয়েদের ডিম্বাশয় থেকে প্রতি মাসে ডিম্বাণু নির্গত হয়। নিষেক না ঘটলে সেই ডিম দেহ থেকে বেরিয়ে যায় রক্তের মাধ্যমে। পিসিওডির ক্ষেত্রে এই ডিম নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নির্গত হয় না। অপরিণত ডিম বা আংশিক অসম্পূর্ণ ডিম বেরয় এবং তা ডিম্বাশয় ভরে যায়। এগুলো দেহের বাইরে বেরতে পারে না এবং জমে সিস্টের আকার নেয়। ছোট ছোট টিউমারের মতো দেখতে এই সিস্টগুলো তরল উপাদান দিয়ে তৈরি হয়। দেখতে অনেকটা আঙুরের থোকার মতো লাগে যাকে সিস্ট বলা হয়। পলি অর্থাৎ অনেক তাই পলিসিস্ট। ডিম্বাশয় যদি এরকম সিস্ট থাকে তাহলে ডিম্বাণু সম্পূর্ণ হতে পারে না এবং জরায়ুর দিকে এগতে অক্ষম হয়। অন্যদিকে, শুক্রাণু নিষিক্ত হবার জন্য এলে পরিপূর্ণ ডিমটিকে ওই অসম্পূর্ণ সিস্টের ভিড়ে খুঁজে পায় না। ফলে একটা সময়ের পর তা নষ্ট হয়ে যায়। এই কারণেই পলিসিস্ট রয়েছে যাঁদের তাঁদের বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয় বা সন্তানধারণের নানা জটিলতা তৈরি হয়। হরমোনাল ইমব্যালেন্স, স্ট্রেস, ওবেসিটি, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল থাকলে যেমন এই রোগের সম্ভাবনা রয়েছে তেমনই এটা এখন একধরনের লাইফস্টাইল ডিজিজও। অত্যধিক জাঙ্ক ফুড, তেল মশলাযুক্ত খাবার দীর্ঘদিন খেলে এই রোগ বাড়ে। ইউরিন ইনফেকশনও এই রোগের অন্যতম কারণ। পিসিওসের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয় থেকে পুরুষ হরমোন এন্ড্রোজেন এতটাই নিঃসরণ হয় যে ডিম্বাশয়ের ধারে ফোস্কার মতো সিস্ট হয়। তাই পিসিওএস যে মেয়েদের থাকে তাঁদের শরীরে পুরুষালি রোম, গোঁফের রেখা দেখা দেয়, প্রজননে সমস্যা দেখা দেয়, গায়ে ঘামের দুর্গন্ধ খুব বেশি হয়।

উপসর্গ বুঝতে হবে

- এই রোগের প্রধান উপসর্গ হল পিরিয়ডের সমস্যা বা অনিয়মিত ঋতুস্রাব।
- কারও কারও তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। ভারী হয়ে যায় তলপেট।
- কারও অতিরিক্ত ফ্লো থাকে একটানা আবার একই সঙ্গে ভীষণ অনিয়মিত হয় এবং এক মাসে দুবারও ঋতুস্রাব দেখা দেয়।
- ঋতুস্রাবের সময় ব্লাড ক্লট হয়ে নির্গত হয়। পেটে ক্রাম্প ধরে।
- প্রচণ্ড মুড স্যুইং হয়। মাথার যন্ত্রণা হয় এবং ব্রেস্টেও ব্যথা হয়।
- খুব ওজন বেড়ে যায় অনেকের। আবার কেউ কেউ খুব শুকিয়ে যান।
- মুখ ভীষণ তৈলাক্ত থাকে। খুব ব্রণ হয়। শরীরে বিভিন্ন অংশে অবাঞ্ছিত রোমের সমস্যা দেখা দেয়। চুল পড়ার সমস্যাতেও ভোগেন অনেকে।

কোন বয়সে দেখা দেয়

সাধারণত সদ্য ঋতুচক্র শুরু হয়েছে এমন মেয়েরাই বেশিরভাগ পিসিওডি বা পিসিওএসের সমস্যায় ভোগেন। ওজন যার যত বেশি তাঁর এই ধরনের সমস্যা তত বেশি। যেহেতু সচেতনতা কম এই অসুখে তাই অনেক মেয়েই বিয়ের পর সন্তানধারণ নিয়ে জটিলতায় ভোগেন। হয়তো দেখা গেল আগে থাকতেই ঋতুচক্রের সমস্যায় ভুগছে,

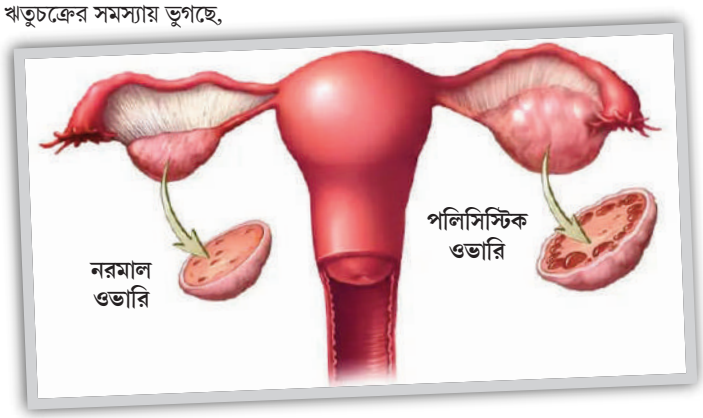

অনিয়মিত ঋতুস্রাবের সমস্যা রয়েছে বা একবার শুরু হয়ে একটানা চলছে এছাড়া রয়েছে উপরিউক্ত বিভিন্ন উপসর্গ তখন চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি দেখেন যে পিসিওডি বা পিসিওএস-এর সমস্যা রয়েছে কি না। সেক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষার পর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই অসুখে আক্রান্ত। এন্ড্রোমেট্রিওসিস থাকলেও এই রোগ হয়। ইউরিন ইনফেকশন থেকেই এই অসুখ হতে পারে।

সচেতনতা নেই

আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে এই অসুখটি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে। শতকরা ৭০ ভাগ নারী এই রোগ সম্পর্কে অবহিত নন। কারণ এদেশে এই সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষার অভাব। বেশিরভাগ পরিবারে মেয়েরা এই সমস্যা বুঝতে পারে না। বুঝলেও বলতে পারে না। কিন্তু পিসিওডি বা পিসিওএসের অবেহলা পরবর্তীকালে নিয়ে আসতে পারে দুরারোগ্য ব্যাধিও। তাই আরও বেশি করে সচেতনতা গড়ে তোলার সময় এসেছে। এই রোগ থেকে যে যে জটিলতাগুলো আসতে পারে মেয়েদের সেগুলো হল বন্ধ্যাত্ব, পেট ফুলে থাকা, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, জরায়ুর ক্যান্সার, ফ্যাটি-লিভার, মানসিক অবসাদ, অ্যাংজাইটি, দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা ইত্যাদি।

প্রতিরোধ

সবার আগে জরুরি সচেতন হওয়া। এরপরে যেটা দরকার তা হল জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। রোজকার খাওয়াদাওয়া অর্থাৎ ডায়েট, ওজন সবটাই এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অসুখ চিহ্নিত করার জন্য চিকিৎসক একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি টেস্ট করতে বলেন এতেই পিসিওডি বা পিসিওএস রয়েছে কি না তা ধরা পড়ে যায়। এরপর তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে বিশেষ করে পেটের মেদ ঝরিয়ে ফেলতে হবে।

পেটের মেদ কমলে সিস্ট কমবে, ওজন কমলে ওভিউলেশন বাড়বে, ঋতুস্রাব নিয়মিত হবে। ডায়াবেটিস এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রিত হবে। অবাঞ্ছিত রোম গজানো কমবে। আর শারীরিক কসরত মানসিক অবসাদ, অ্যাংজাইটি দূর করতে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি থাইরয়েড বা শুগার থাকলে তার চিকিৎসা জরুরি।

ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোনসমৃদ্ধ ওরাল বার্থ কন্ট্রোল পিল বা জন্মনিয়ন্ত্রক বড়ি এই রোগের এক দীর্ঘমেয়াদি সফল চিকিৎসা। এই বড়ি অতিরিক্ত এন্ড্রোজেন নিঃসরণ রোধ করে। এন্ড্রোজেনের প্রভাব কমায়। ঋতুস্রাব নিয়মিত করে। জরায়ুর ক্যানসার হবার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় অনেকটা।

এছাড়াও আরও কিছু মেডিকেশন রয়েছে। যা ব্লাড শুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনে। কোলেস্টেরল কমায়, বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধ করে। ব্রণ বা অ্যাকনে কমায় যেটা এই অসুখের কারণেই বাড়ে। চার থেকে ছ'মাস এইভাবে চললে ওভিউলেশন শুরু হয়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই। এর পাশাপাশি অবাঞ্ছিত রোম এবং অ্যাকনে ট্রিটমেন্টেরও পরামর্শ দেন চিকিৎসক। এই অসুখে উচ্চমাত্রায় ফাইবার রয়েছে এমন খাবার রাখুন ডায়েট চার্টে।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতেই যোগ দিলেন তারকা গোলকিপার জিয়ানলুইজি ডোনারুমা

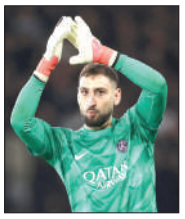

ওসাকার কাছে হেরে ইউএস ওপেন শেষ গফের

কোয়ার্টার ফাইনালে সিনার-ইগা

নিউ ইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর : প্রত্যাশামতোই ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন দুই তারকা জানিক সিনার ও ইগা সুইয়াটেক। তবে বড় চমক দিলেন নাওমি ওসাকা। মেয়েদের তৃতীয় বাছাই কোকো গফকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়ে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছেন ওসাকাও। দীর্ঘ ১৬৫৮ দিন পর কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন তিনি।

এ-বছর ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতেছেন গফ। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে আয়োজিত চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে ওসাকার বিরুদ্ধেও ফেভারিট ছিলেন মার্কিন তারকা। কিন্তু শুরু থেকেই দাপট দেখিয়ে ৬-৩, ৬-২ সেটে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন ওসাকা। ২০২৩ সালে গফ যখন ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হন, তখন দু'মাসের মেয়েকে কোলে নিয়ে গ্যালারিতে বসে ম্যাচটা দেখেছিলেন ওসাকা। এদিনের জয়ের পর তিনি বলেন, আমি আবেগে ভেসে যেতে চাই না। এই কোর্ট আমার সবথেকে প্রিয়। সেখানেই আবার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নামব। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত, কোয়ার্টার ফাইনালে ওসাকার প্রতিপক্ষ চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিনা মুচোভা।

বিজয়ী ওসাকাকে অভিনন্দন পরাজিত গফের। ইউএস ওপেনে।

সহজ জয় পেয়েছেন মেয়েদের খেতাবের অন্যতম দাবিদার ইগা। তিনি ৬-৩, ৬-১ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন ত্রয়োদশ বাছাই একতারিনা আলেকজান্দ্রোভাকে। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে ইদার প্রতিদ্বন্দ্বী অষ্টম বাছাই আমেরিকার আমান্ডা আনিসিমোভা। পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন শীর্ষ বাছাই সিনারও। তিনি প্রতিপক্ষ আলেকজান্ডার বুবলিককে ৬-১, ৬-১, ৬-১ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়ে শেষ আটে উঠেছেন। গোটা ম্যাচে সিনার মাত্র তিনটি গেম খুইয়েছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে সিনারের প্রতিপক্ষ আরেক ইতালীয় খেলোয়াড় লোরেঞ্জো মুসেত্তি।

এদিকে, ছেলেদের ডাবলসের শেষ ষোলোয় উঠছেন ভারতের যুকি ভামরি। অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল ভেনাসের সঙ্গে জুটি বেঁধে ভামরি ৬-১, ৭-৫ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন ইকুয়েডরের গঞ্জালো এসকোবার ও মেক্সিকোর মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল ভারেলাকে।

এশিয়া কাপ হকি

ভারতের সামনে আজ কোরিয়া

এশিয়া কাপ হকিতে দারুণ ছন্দে ভারতীয়রা।

রাজগির, ২ সেপ্টেম্বর : বুধবার এশিয়া কাপ হকির সুপার ফোর অভিযান শুরু করছে ভারত। হরমনপ্রীত সিংদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কোরিয়া এবারের টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত নিজেদের সেরা ফর্ম দেখাতে পারেনি। গ্রুপে মালয়েশিয়ার কাছে চার গোল হজম করতে হয়েছিল কোরীয়দের। শেষ পর্যন্ত রানার্স হয়ে সুপার ফোরে উঠেছে তারা।

অন্যদিকে, টানা তিন ম্যাচ জিতে নিজেদের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুপার ফোরে খেলবেন হরমনপ্রীতরা। তিন ম্যাচে ভারতীয়রা গোল করেছেন ২২টি। গোল হজম করেছেন ৫টি। অধিনায়ক হরমনপ্রীত একাই সাত গোল করেছেন। যদিও কোরিয়াকে হাল্কা ভাবে নিচ্ছে না ভারতীয় শিবির। কোচ ক্রেগ ফুলটন বলছেন, সুপার ফোরে এশিয়ার সেরা চারটে দল খেলবে। ফলে প্রত্যেকটি ম্যাচই কঠিন। আর কোরিয়া তো গতবারের চ্যাম্পিয়ন। ওদের সমীহ করতেই হবে। তবে আমি নিজের দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী।

শেষ ম্যাচে কাজাখস্তানকে ১৫-০ গোলে হারিয়েছে ভারত। ফুলটনের বক্তব্য, আগেই সুপার ফোর নিশ্চিত করে ফেলায় কাজাখস্তান ম্যাচে একটু সতর্ক ছিলাম। যাতে চোট-আঘাত না লাগে। তবে কোনও দলকেই ১৫ গোল দেওয়া সহজ নয়। সবথেকে ইতিবাচক দিক হল, আমাদের স্ট্রাইকাররা প্রত্যেকেই গোল পেয়েছে। কোচ হিসাবে আমি এটাই চেয়েছিলাম। তবে কোরিয়া ম্যাচ জেতার জন্য আমাদের সেরা খেলাটাই খেলতে হবে। কয়েকটা জায়গায় উন্নতিও করতে হবে।

সিন্ধু ও সাইনাকে ছুঁয়ে গর্বিত চিরাগ

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : সদ্যসমাপ্ত বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিনশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতীয় জুটি সাত্ত্বিকসাই রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। এর ফলে পিভি সিন্ধু এবং সাইনা নেহওয়ালের পর, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে একাধিক পদক জয়ের নজির গড়েছেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ জুটি। প্রসঙ্গত, ২০২২ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ।

সিন্ধু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে একটি সোনা-সহ মোট পাঁচটি পদক জিতেছিলেন। আরেক ভারতীয় তারকা সাইনার ঝুলিতে রয়েছে একটি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ। তবে সাত্ত্বিকরা প্রথম ভারতীয় জুটি, যাঁরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ডাবলসে দু'টি পদক জিতেছেন। জুটির অন্যতম চিরাগ বলছেন, সাইনা ও সিন্ধুর ক্লাবে যোগ দিতে পেরে আমরা গর্বিত। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে একাধিক পদক জয়, সত্যিই দুর্দান্ত কৃতিত্ব। আমরা গর্বিত যে, আমাদের নামও এবার এই তালিকায় যুক্ত হল।

কবে অবসর, ঠিক করবে মেসিই

বললেন স্কালোনি

বুয়েনোস আইরেস, ২ সেপ্টেম্বর : আগামী শুক্রবার বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। বুয়েনোস আইরেসে আয়োজিত এই ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনা রীতিমতো তুঙ্গে। কারণ লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন মহাতারকা ২০২৬ বিশ্বকাপের পরেই অবসর নেবেন বলে চর্চা। তার আগে দেশের মাটিতে জাতীয় দলের জার্সিতে শুক্রবারই শেষবার দেখা যাবে মেসিকে।

আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি সাফ জানাচ্ছেন, কবে অবসর, সেটা ঠিক করবেন মেসি নিজেই। স্কালোনির বক্তব্য, অবসর নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে লিও যতদিন খেলছে, আসুন সবাই মিলে সেটা উপভোগ করি। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববেন না। কবে অবসর, সেটা লিও নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে। এটা ওর অধিকার। স্কালোনির সংযোজন, ৩৮ বছর বয়সেও মাঠে নেমে লিও পার্থক্য গড়ে দেয়। আসলে গ্রেটরা এমনই হয়। আর লিও যে শুধু গ্রেট নয়, সর্বকালের সেরা, সেটা সবাই জানে।

২০২৬ বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশ নেবে ৪৮টি দেশ। যা নিয়ে স্কালোনির বক্তব্য, বিশ্বকাপে কটা দল খেলবে, তা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। তবে গরম নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে। আমেরিকায় ওই সময়টা প্রচণ্ড গরম পড়ে। ফলে ফুটবলাররা দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়বে। এটা আমাকে চিন্তায় রাখছে। ২০২৬ বিশ্বকাপের পরেই আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে তাঁর চুক্তি শেষ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে স্কালোনি বলেন, কোচ হিসাবে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো আমার সেরা প্রাপ্তি। কখনও ভাবিনি, এতটা সফল হব। তাই চুক্তির মেয়াদ নিয়ে ভাবছি না।

চোট নয়, টেকনিক্যাল কারণেই বাদ পড়েছি

আনচেলোত্তির বক্তব্য ওড়ালেন নেইমার

সাও পাওলো, ২ সেপ্টেম্বর : জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন নেইমার দ্য সিলভা। তাঁর দাবি, চোটের কারণে তিনি বাদ পড়েননি। গত সপ্তাহে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের শেষ দুটো ম্যাচের জন্য ২৩ জনের দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। এই দলে সুযোগ পাননি নেইমার। কারণ হিসাবে আনচেলোত্তি সেই সময় জানিয়েছিলেন, হাল্কা চোট রয়েছে বলেই নেইমারকে দলে নেওয়া হয়নি।

যদিও কোচের এই বক্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে নেইমার বলেছেন, আমাকে বাদ দেওয়ার কারণ সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল। এর সঙ্গে চোটের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা পুরোপুরি কোচের সিদ্ধান্ত। আর কোচের সিদ্ধান্তকে আমি সব সময়ই সম্মান করি। যেহেতু আমি দলে নেই, তাই বাইরে থেকেই দলের জন্য গলা ফাটাব।

নেইমার আরও বলেন, আমার উরুতে সামান্য ফোলা ছিল। তবে সেটা যে গুরুতর কিছু নয়, সেটা গতকাল ফ্লুমিনেন্স ম্যাচেই প্রমাণ হয়েছে। আমি পুরো নব্বই মিনিট খেলেছি। জাতীয় দলের হয়ে খেলতেও কোনও সমস্যা হত না। যাইহোক, কোচের সিদ্ধান্তকে সম্মান করতেই হবে।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই আগামী বছরের বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করে ফেলেছে ব্রাজিল। ৫ সেপ্টেম্বর রিও ডি জেনেইরো-তে চিলির মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। পরের ম্যাচ ১০ সেপ্টেম্বর, বলিভিয়ার বিরুদ্ধে লা পাজে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে
আজ বাহরিনের বিরুদ্ধে ম্যাচ ভারতের

মাঠে ময়দানে

3 September, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুধবার

রশিদের নজির

শারজা : এশিয়া কাপের আগে বল হাতে ছন্দে ফিরলেন রশিদ খান। আফগানিস্তানের তারকা লেগ স্পিনার আন্তর্জাতিক টি-২০'তে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের বিশ্বরেকর্ড গড়লেন। শারজা স্টেডিয়ামে ত্রিদেশীয় সিরিজের ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ৩৮ রানে হারিয়েছে আফগানিস্তান। আফগানদের দেওয়া ১৮৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫০ রানের বেশি করতে পারেনি আমিরশাহি। ম্যাচে ৪ ওভারে মাত্র ২১ রান খরচ করে ৩টি উইকেট নিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েন রশিদ। বর্তমানে ৯৮ ম্যাচে ১৬৫ উইকেট নিয়ে আন্তর্জাতিক টি-২০ ফরম্যাটে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি আফগান লেগ স্পিনার। রশিদ টপকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদিকে। ১২৬ ম্যাচে ১৬৪ টি-২০ উইকেট প্রাক্তন কিউয়ি পেসারের।

কোর্টে শ্রীসন্থ

নয়াদিল্লি : বিমার বকেয়া ৮২ লক্ষ টাকা আদায়ের জন্য এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন এস শ্রীসন্থ। বিষয়টি ১৩ বছরের পুরনো! হাঁটুর চোটে ২০১২ আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন শ্রীসন্থ। জয়পুরে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সময় হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন প্রাক্তন পেসার। সেবছর আবার শ্রীসন্থের দল রাজস্থান রয়্যালস দলের ক্রিকেটারের জন্য ৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার বিমা করিয়েছিল। সেই বিমা অনুযায়ী শ্রীসন্থের প্রাপ্য হয় ৮২ লক্ষ টাকা। কিন্তু সেই টাকা এখনও পাননি তিনি। জানা গিয়েছে, শ্রীসন্থ চোট পাওয়ার পর, বিমার টাকার জন্য দাবি জানিয়েছিল রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজি। কিন্তু বিমা সংস্থা সেই দাবি খারিজ করে দেয়।

টাকী ক্যারাম

প্রতিবেদন : শিয়ালদহ টাকী বয়েজ স্কুলের প্রাক্তনীদের সংগঠন টিব্যাক আয়োজিত ইন্টার ব্যাচ প্রাক্তনী ক্যারাম টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল ১৯৯৫ সালের মাধ্যমিক ব্যাচ। চ্যাম্পিয়ন টিমের সদস্যরা হলেন সমীরণ রাহা, সুজয় কুণ্ডু, সুরজিৎ মাইতি ও অরূপ ভাওয়াল। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান সমীরণ রাহা।

কলকাতা লিগ শেষ মোহনবাগানের

সব ট্রফি জিততে চান রোনাল্ডো-ভক্ত রবসন

প্রতিবেদন : মরশুমের শুরু থেকে সবুজ-মেরুন জনতার নজরে ছিলেন তিনি। শহরে পা রাখার ২৪ ঘণ্টা পর মঙ্গলবার বিকেলে মোহনবাগান ক্লাবে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন সেরেই অনুশীলনে নেমে পড়লেন রবসন রোবিনহো। ব্রাজিলীয় ফুটবলারকে নিয়ে আবেগের বিস্ফোরণ মোহনবাগান মাঠে। ওপার বাংলায় বসুন্ধরা কিংসে দারুণ সাফল্য পেয়েছেন। সম্প্রতি সাওপাওলো লিগে নেইমারের বিরুদ্ধে খেলা রবসন এবার এপার বাংলাতেও সাফল্য পেতে মুখিয়ে।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এসেই রবসন বলে দিলেন, আমি মোহনবাগানকে বাছিনি, মোহনবাগান আমাকে পছন্দ করেছে। কথাতেই স্পষ্ট, বেশ ওজনদার এবং স্মার্ট ফুটবলার তিনি। প্র্যাকটিসে নামার সময় রবসন...রবসন জয়ধ্বনিতে সরগরম ময়দান। অনুশীলনেও সাম্বা ঝলক ব্রাজিলীয়র পায়ে। মোহনবাগানের প্রাণভ্রোমরা জোসে রামিরেজ ব্যারেটোর কথা শুনেছেন। জানেন, তাঁকে নিয়ে মোহনবাগানিদের আবেগ। পরিচয় না হলেও রবসন বলে দিলেন, সমর্থকদের ভালবাসা অর্জন করতে চান পারফরম্যান্স দিয়েই।

রবসনের কাছে সেরা লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো দু'জনেই। তবে তিনি অনুসরণ করেন রোনাল্ডোকে। তাঁর মতোই গোল করতে ভালবাসেন। ব্রাজিলীয়র কথায়, রোনাল্ডো নম্বর ৯। আমি তাঁকে অনুসরণ করি। এখানে কোন পজিশনে আমি খেলব, তা কোচ ঠিক করবে। আমি গোল করতে ভালবাসি। আপফ্রন্টে খেললে গোল করব। যদি নিচ থেকে অপারেট করি, তাহলে সতীর্থকে গোলের পাস বাড়াব।

প্রস্তুতি শুরু রবসনের। মঙ্গলবার।

ডুরান্ড কাপে ডার্বি দেখেছেন ব্রাজিলে বসেই। বলছিলেন, ইস্টবেঙ্গলের কোচ তাঁর পুরনো গুরু হলেও ডার্বি দেখার সময় মোহনবাগানেই ফোকাস ছিল। কারণ, এই ক্লাবেই খেলবেন। এখানে মাঠ, বিদেশি, স্থানীয় খেলোয়াড়দের মান বাংলাদেশের থেকে অনেক ভাল। মোহনবাগানের হয়ে প্রতিটি ম্যাচে নিজের সেরাটা দিতে চাই। আইএসএল, এএফসি, সুপার কাপ খেলার জন্য মুখিয়ে আছি। সব ট্রফি জিততে চাই।

রবসন-বরণের দিন কলকাতা লিগ থেকে ছিটকে গেল মোহনবাগান। 'এ' গ্রুপে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্রথম তিনে থেকে সুপার সিক্সে গেল সুরুচি সংঘ এবং ক্যালকাটা কাস্টমস। এদিন দুই দলই জিতল। মোহনবাগান-মেসারার্স ম্যাচের তিন পয়েন্ট পেলেও সুপার সিক্সে যেতে পারবে না সবুজ-মেরুন।

ফেডারেশনকে টেন্ডার ডাকতে বলল আদালত

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় ফুটবল নিয়ে অচলাবস্থা কাটাতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। 'সংক্ষিপ্ত রায়ে' শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, নতুন কোনও কমিটি নয়, বরং নতুন মরশুমে আইএসএল-সহ পেশাদার টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য নতুন বাণিজ্যিক পার্টনার ঠিক করতে টেন্ডার ডাকতে পারবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনই। পুরো প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং নামী সংস্থা দায়িত্ব পাচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাওকে নিয়োগ করল সর্বোচ্চ আদালত। তাঁর নজরদারিতেই চলবে টেন্ডার প্রক্রিয়া। তিনিই ফেডারেশনের খসড়া গঠনতন্ত্র তৈরি করেছেন। প্রাক্তন বিচারপতি চাইলে টেন্ডার প্রক্রিয়া তদারকি করার জন্য পেশাদার আধিকারিক নিয়োগ করতে পারবেন। মঙ্গলবার ফুটবল ক্যালেন্ডার চালু নিয়ে এই রায় দিয়েছে বিচারপতি পি শ্রী নরসীমহা এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। তবে এখনই নতুন করে নির্বাচন করা নিয়ে কোনও কিছু উল্লেখ রায়ে জানায়নি সর্বোচ্চ আদালত।

টেন্ডার নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত অবশ্য কল্যাণ চৌবেদের ফেডারেশন নিতে পারবে না। প্রাক্তন বিচারপতি নাগেশ্বর রাওয়ের অনুমতি নিতে হবে। এদিন আদালতে এফএসডিএল এবং এআইএফএফ দুই পক্ষই জানিয়েছে, দ্রুত ফুটবল ক্যালেন্ডার চালু করে ভারতীয় ফুটবল সচল রাখতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে তারা। তবে নির্বাচন এবং গঠনতন্ত্র নিয়ে এদিন সংক্ষিপ্ত রায়ে কিছু উল্লেখ করেনি সর্বোচ্চ আদালত। বরং জাতীয় ক্রীড়া আইনের কিছু দিক খতিয়ে দেখে গঠনতন্ত্র নিয়ে চূড়ান্ত রায় দিতে চায় সুপ্রিম কোর্ট। আপাতত ফুটবল মরশুম সচল করাতেই নজর আদালতের।

সুপ্রিম রায়

- দ্রুত ফুটবল ক্যালেন্ডার শুরু করতে হবে
- আরও কিছু সময় নিয়ে গঠনতন্ত্র নিয়ে রায়
- টেন্ডার প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে এআইএফএফ
- দক্ষ এবং নামী বাণিজ্যিক সংস্থাকে দিতে হবে আইএসএলের আয়োজক স্বত্ব
- প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার তদারকিতে নিযুক্ত প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও

দাপটে জিতল ডায়মন্ড হারবার

ডায়মন্ড হারবার ২ — খিদিরপুর ০

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে জয়ের সরণিতে ফিরল ডায়মন্ড হারবার এফসি। মঙ্গলবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়ে সুপার সিক্সে ওঠার পথে কিবু ভিকুনার দল। ডায়মন্ড হারবারের হয়ে গোল দু'টি করেন দিলীপ ওরাওঁ এবং সাইরুয়াত কিমা।

গোলের উচ্ছ্বাস কিমা-দিলীপদের

১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'বি'-তে তৃতীয় স্থানে উঠে এল ডায়মন্ড হারবার। লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে সাদার্ন সমিতির বিরুদ্ধে খেলবে তারা। গ্রুপে ভবানীপুর বুধবার তাদের শেষ ম্যাচে দল নামাতে না চেয়ে আইএফএ-কে চিঠি দেওয়ায় সুপার সিক্স নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ডায়মন্ড হারবারের। কারণ, ১১ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভবানীপুর। শেষ ম্যাচ তারা না খেললে তৃতীয় স্থানে থাকা ডায়মন্ড হারবারকে টপকাতে পারবে না আর কোনও দল। কিন্তু বেশি রাতে সিদ্ধান্ত বদলে ফের আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে ভবানীপুরের তরফে জানানো হয়, বুধবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে তারা ম্যাচ খেলবে। ম্যাচে ভবানীপুর হারলে ডায়মন্ড হারবার বুধবারই সুপার সিক্স নিশ্চিত করবে। না হলে সাদার্ন ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে নরহরিদের। ভবানীপুর জিতলে সুপার সিক্সের আশা বেঁচে থাকবে। আগের ম্যাচে রেনবোর সঙ্গে ড্র করায় চাপ বেড়েছিল ডায়মন্ড হারবারের উপর। এদিন সাইবর, বিক্রমজিৎ সিংদের মতো সিনিয়াররা দলে ফেরায় দাপট দেখায় ডায়মন্ড হারবার। ম্যাচের প্রথমার্ধেই দু'টি গোল হয়। ১৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন দিলীপ। ৩৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান কিমা। দ্বিতীয়ার্ধে ডায়মন্ডের দাপট বজায় থাকলেও গোলের ব্যবধান আর বাড়েনি।

হার ভুলে খালিদের চোখ আফগান ম্যাচে

হিসোর, ২ সেপ্টেম্বর : কাফা নেশনস কাপ অভিযান জয় দিয়ে শুরু করলেও, দ্বিতীয় ম্যাচে ইরানের কাছে হার। যদিও সেই হার ঝেড়ে ফেলে নতুন লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে ভারতীয় ফুটবল দল। কোচ খালিদ জামিলও পাখির চোখ করছেন মহাগুরুত্বপূর্ণ পরের ম্যাচে।

ইরানের কাছে হারের পর, টিকে থাকার জন্য ভারতকে শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারাতেই হবে। টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী, দুই গ্রুপের দুই সেরা দল সরাসরি ফাইনাল খেলবে। আর দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা দু'টি দল তৃতীয় স্থান নির্ধারণ ম্যাচে মুখোমুখি হবে। টানা দু'টি ম্যাচ জিতে ভারতের গ্রুপ থেকে ইতিমধ্যেই ফাইনালে উঠে গিয়েছে ইরান। অন্যদিকে, ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে একই মেরুতে দাঁড়িয়ে তাজিকিস্তান ও ভারত। তাজিকিস্তান আবার দ্বিতীয় ম্যাচে ২-০ গোলে হারিয়েছে আফগানদের। বৃহস্পতিবার তাজিকিস্তান গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে ইরানের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, সেদিনই আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবেন ভারত। ইরান যদি তাজিকিস্তানকে হারিয়ে দেয়, তাহলে শেষ ম্যাচ ড্র করলেই তৃতীয় স্থানের লড়াইয়ের যোগ্যতা অর্জন করবেন গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা। আবার তাজিকিস্তান যদি ইরানকে হারিয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে আফগানদের হারাতেই হবে খালিদের দলকে।

মেয়েদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বাছাই পর্বের গ্রুপ 'ই' চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার ক্লাব তাঁবুতে গোটা দলকে সংবর্ধনা জানানো হল। নৈশভোজেও আপ্যায়ন করা হয় দলের সব ফুটবলার, কোচ এবং কোচিং স্টাফেদের।

এশিয়া কাপে ব্রাত্য, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর পাক ব্যাটার আসিফ আলির

বন্যাদুর্গতদের পাশে শুভমন

চণ্ডীগড়, ২ সেপ্টেম্বর : টানা বর্ষণের ফলে ভয়াবহ বন্যার কবলে পাঞ্জাব। রাজ্যের ২৩টি জেলার মধ্যে ১২টি জলের তলায়! শুধু মাত্র অগাস্ট মাসেই এই রাজ্যে ২৫৩.৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। যা গত ২৫ বছরে কখনও হয়নি। বন্যায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনের। গৃহহীন হয়েছেন লক্ষাধিক মানুষ। গুরদাসপুর, পাঠানকোট, কাপুরথালা, হোশিয়ারপুর এবং অমৃতসরে বন্যার প্রভাব পড়ছে সবথেকে বেশি। এই পরিস্থিতিতে নিজের রাজ্যের মানুষের পাশে দাঁড়ালেন শুভমন গিল। ভারতের টেস্ট অধিনায়ক সোশ্যাল মিডিয়াতে এক বার্তায় লিখেছেন, বন্যায় পাঞ্জাবের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে মন ভেঙে গিয়েছে। পাঞ্জাব সব সময় সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী থেকেছে। আমি জানি, এবারও এই কঠিন পরিস্থিতি সবাই কাটিয়ে উঠবে।
বন্যাদুর্গতদের জন্য প্রার্থনা করছি।

নতুন স্পনসরের জন্য দরপত্র আহ্বান বোর্ডের

মুম্বই, ২ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান স্পনসর হতে আগ্রহী সংস্থাগুলির কাছ থেকে মঙ্গলবার দরপত্র আহ্বান করল বিসিসিআই। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এদিন থেকেই আগ্রহী ভারতীয় সংস্থাগুলিকে আগামী অফেরতযোগ্য ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে আবেদন করতে হবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর। বিদেশি সংস্থাগুলিকে দরপত্র সংগ্রহ করতে হবে ৫৬৭৫ ডলারের বিনিময়ে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫ লক্ষ ২৫০ টাকা)। আবেদনপত্র বাতিল করার পূর্ণ অধিকার থাকবে বোর্ডের।

আরও কিছু শর্ত যোগ করা হয়েছে। যেমন অনলাইন গেমিং বা ওই ধরনের কাজকর্মে যুক্ত কোনও সংস্থা আবেদন জানাতে পারবে না। এছাড়া ক্রিপ্টো ব্যবহার সঙ্গে যুক্ত সংস্থা, মদ প্রস্তুতকারক এবং তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী সংস্থারাও আবেদন জানাতে পারবে না। একই সংস্থার যদি একাধিক পণ্য থাকে, তাহলেও সেই সংস্থা একটিই দরপত্র তুলতে পারবে। আবেদনকারী সংস্থাগুলির শেষ তিন বছরের বার্ষিক আয় গড়ে অন্তত ৩০০ কোটি টাকা হতে হবে। অথবা শেষ তিন বছরে সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা হতে হবে।

তবে যা পরিস্থিতি, তাতে এশিয়া কাপে স্পনসর ছাড়াই খেলবে ভারতীয় দল। কারণ টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে। দরপত্র জমা দেওয়ার পর, তার

থেকে নতুন স্পনসর বেছে নিতে এশিয়া কাপের অর্ধেকটাই শেষ হয়ে যাবে। আরও জানা গিয়েছে, নতুন স্পনসরের সঙ্গে ২০২৮ সাল পর্যন্ত চুক্তি করতে চাইছে ভারতীয় বোর্ড। বিসিসিআই কর্তাদের আশা, নতুন স্পনসরের কাছ থেকে অন্তত ৪৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

প্রসঙ্গত, সর্বশেষ স্পনসর ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত চুক্তি ছিল বোর্ডের। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নিয়মের কারণে বিদায় নিতে হয়েছে এই অনলাইন গেমিং সংস্থাকে। ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে তিন বছরে ৩৫৮ কোটি টাকার চুক্তি ছিল বোর্ডের।

টি-২০ থেকে অবসর বিশ্বকাপে নেই স্টার্ক

মেলবোর্ন, ২ সেপ্টেম্বর : আগামী বছরে ভারতের মাটিতে হবে টি-২০ বিশ্বকাপ। তার আগে হঠাৎ করেই ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম সংস্করণ থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করলেন মিচেল স্টার্ক! মঙ্গলবার বাঁ হাতি অস্ট্রেলীয় পেসার জানিয়েছেন, টেস্ট এবং একদিনের ক্রিকেটে আরও বেশি করে ফোকাসের জন্যই এই সিদ্ধান্ত।

৩৫ বছর বয়সী স্টার্ক অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৫টি টি-২০ ম্যাচে ৭৯ উইকেট নিয়েছেন। তবে গত টি-২০ বিশ্বকাপের পর, দেশের হয়ে আর এই ফরম্যাটে খেলেননি তিনি। এক বিবৃতিতে স্টার্ক জানিয়েছেন, টেস্ট ক্রিকেট বরাবরই আমার প্রথম পছন্দ। তবে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যেকটা টি-২০ ম্যাচ খেলেছি, তার প্রত্যেকটি দারুণ উপভোগ করেছি। বিশেষ করে, ২০২১ সালের বিশ্বকাপের কথা বলব। সেবার আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম বলেই শুধু বলছি না। ওই দলটা ছিল অসাধারণ।

তিনি আরও বলেছেন, আগামী বছর ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ রয়েছে। তার পর অ্যাসেজ এবং ২০২৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপ আছে। তাই আন্তর্জাতিক টি-২০ থেকে বিদায় নেওয়ার এটাই সঠিক সময়। কারণ আমার মনে হয়েছে, নিজেকে তরতাজা ও সুস্থ রাখার এটাই সেরা উপায়।

প্রসঙ্গত, টি-২০ ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী। তাঁর থেকে বেশি উইকেট নিয়েছেন একমাত্র অ্যাডাম জাম্পা। এখনও পর্যন্ত যে ছ'টি টি-২০ বিশ্বকাপ হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচটিতেই খেলেছেন স্টার্ক। শুধু চোটের জন্য ২০১৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি। আগামী বছরের বিশ্বকাপেও তাঁকে দেখা যাবে না।

ভারতের বিরুদ্ধে কামিন্সকে বিশ্রাম

মেলবোর্ন, ১ সেপ্টেম্বর : জল্পনা সত্যি করে ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হল অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে। আগামী মাসে সাদা বলের সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে ভারতীয় দল। প্রথম তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ এবং তার পর পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে মুখোমুখি হবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। এই আট ম্যাচেই পাওয়া যাবে না কামিন্সকে। মঙ্গলবার জানিয়ে দিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, কামিন্সের হাল্কা চোট রয়েছে। এদিকে, ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজের পরেই নভেম্বর থেকে শুরু হবে অ্যাসেজ। এবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হচ্ছে অ্যাসেজ। ওই সিরিজে কামিন্সকে পুরো সুস্থ অবস্থায় পাওয়ার জন্যই নিউজিল্যান্ড এবং ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে ওকে খেলানোর ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, সাদা বলের ক্রিকেটে কামিন্সের বিকল্প পেসার অস্ট্রেলিয়ার আছে। তাই কামিন্স না খেললেও, খুব একটা সমস্যা হবে না। কিন্তু লাল বলের ক্রিকেটে এই বিলাসিতা দেখাতে পারবে না অস্ট্রেলিয়া। কারণ টেস্টে অস্ট্রেলীয় পেস বোলিং আক্রমণ এখনও পুরোপুরি কামিন্স, মিচেল স্টার্ক এবং জস হ্যাজলউডের উপর নির্ভরশীল। তাই এই সিদ্ধান্ত। এদিকে, মঙ্গলবারই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলীয় বোর্ড। নেতৃত্বে মিচেল মার্শ।

বুমরা এই সময়ের সেরা, মুগ্ধ আক্রম

লাহোর, ২ সেপ্টেম্বর : জসপ্রীত বুমরাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসায় ভরিয়ে স্যুইংয়ের সুলতান ওয়াসিম আক্রম জানিয়ে দিলেন, আধুনিক ক্রিকেটে সেরা হলেন ভারতীয় ফাস্ট বোলারই। বুমরাকে ফিট রাখতে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নীতিরও প্রশংসা করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক। তবে নিজের সঙ্গে পাকিস্তানের একটি টিভি চ্যানেলে আক্রম বলেছেন, জসপ্রীত বুমরা দুর্দান্ত বোলার। ওর বোলিং অ্যাকশন স্বাভাবিক নয়। তা সত্ত্বেও বুমরার বলে গতি চমকে দেওয়ার মতো। ভারতীয় বোর্ড এবং দল পরিচালন সমিতিকেও কৃতিত্ব দেব বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজ করার জন্য।

প্রাক্তন পাক পেসারকে প্রশ্ন করা হয়, বুমরা কি সর্বকালের সেরা বোলার? আপনার সঙ্গে তুলনাও হচ্ছে ভারতীয় পেসারের। আক্রম তা মানছেন না। তিনি বলেন, যুগের তুলনা করা একেবারেই উচিত নয়। বুমরা ডান-হাতি পেসার। আমি বাঁ-হাতি পেসার ছিলাম। সমাজমাধ্যমে প্রায়ই আমি তুলনা দেখি। কিন্তু আমি বা বুমরা কেউই এটা নিয়ে ভাবি না। বুমরা হল আধুনিক সময়ের সেরা। আমি আমার সময়ের। আমার কাজ শেষ। বুমরা এখন দারুণ বোলিং করছে। এটাই বলব।

আধুনিক ক্রিকেটে বোলারদের যে অনেক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হয়, তাও মেনে নিয়েছেন আক্রম। প্রাক্তন পাক তারকার কথায়, ৯০-এর দশকে টি-২০ ক্রিকেট ছিল না। একদিনের ক্রিকেটে ব্যাটার খারাপ বলও ছেড়ে দিত। কিন্তু এখন টেস্টে ভাল বলও মারা হয়। তাই আধুনিক সময়ে বোলারদের উপর অনেক বেশি চাপ থাকে। এখন ব্যাটারদের হাতে নানা ধরনের শট থাকলেও বুমরা আউটের অনেক বেশি সুযোগ তৈরি করে। বোলার হিসেবে বুমরার এই আগ্রাসন পছন্দ করি।

সানিকে পাল্টা দিলেন হাডিন

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের দলে শ্রেয়স আইয়ার না থাকায় ভারতীয় নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ফর্মে থাকা শ্রেয়সকে উপেক্ষা করায় ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও সরব হন। এশিয়া কাপের দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরাও। শ্রেয়সের প্রতি অবিচার হয়েছে বলে মনে করেন বিদেশের প্রাক্তনরা। যা দেখে সুনীল গাভাসকরের মতো ভারতের ব্যাটিং কিংবদন্তি প্রাক্তনদের একহাত নেন। ভারতকে নিয়ে না ভেবে নিজেদের দেশে ক্রিকেট নিয়ে তাঁদের ভাবার পরামর্শ দেন সানি। এবার শ্রেয়স ইস্যুতে গাভাসকরকে খোঁচা দিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার ব্র্যাড হাডিন।

হাডিন বলেছেন, আমি খুশি হয়েছি এটা দেখে যে, সানি বিদেশের ক্রিকেট শো দেখে। আমাদের ক্রিকেট শো বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারিত হয়। বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করি। আমাদের কাজই হল ক্রিকেটের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মত প্রকাশ করা। আমি আইপিএলে শ্রেয়স আইয়ারকে কোচিং করিয়েছি। তাই আমি ওর পাশে থেকে মন্তব্য করেছি। শ্রেয়সকে এশিয়া কাপের দলে না দেখে আমি অবাক হয়েছি। হাডিন আরও বলেন, আমি এটা বলব না যে, দলে নির্বাচিত বাকিরা কেউ যোগ্য নয়। কিন্তু শ্রেয়সের টি-২০ দলে থাকা উচিত ছিল। ও দারুণ একজন নেতা, সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়, চাপের মুখে ভাল খেলে। তবু আমি আশা করি, ওকে বাইরে রেখেই ভারত এশিয়া কাপে ভাল খেলবে।